

সংখ্যালঘু দফতর সামলাবেন স্বয়ং মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ পঞ্চায়েতের মুখে রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব থেকে সরানো হল গোলাম রবানিকে। এবার থেকে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, গোলাম রবানির কাজে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন তাজমুল হোসেন। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে আমতার ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু এবং সম্প্রতি আইএসএফ বিধায়ক নতুনাদ সিদ্দিকীর শ্রেফতারির প্রতিবাদে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের একাংশের মনে চাপা অসন্তোষ জমা বাঁধতে শুরু করেছিল বলে মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও সেই তত্ত্ব শুরু থেকেই মামতে নারাজ রাজ্যের শাসক শিবির। এমন অবস্থায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব নিজের কাছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সাগরদিঘির উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে পিছনে ফেলে জয়ী হয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাহিনর বিশ্বাস। যে বিধানসভা এতদিন বাম-কংগ্রেস শূন্য ছিল, সেখানে এখন কংগ্রেসের নতুন বিধায়ক হয়েছেন বাহিনর। সাগরদিঘি



বিধানসভা কেন্দ্রের মতো একটি এলাকা যেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার, সেখানে তৃণমূলের হার নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। যদিও রাজ্যের শাসক শিবির বরাবর বলে এসেছে, একটি উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন নয়। তবে অতীতে যে কোনও উপনির্বাচনে দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনতার রায় গিয়েছে শাসকের পক্ষে। সেখানে সাগরদিঘির উপনির্বাচনে এমন উল্টাপাল্টে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও স্মারক চাপ রয়েছে। দায়িত্ব নিজের কাছে তুলে নিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য মন্ত্রিসভায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে এমন রদবদল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন দেখার এই রদবদলের পর আরম্ভ পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও প্রভাব পড়ে কি না।

রেল অবরোধ, পুলিশের গাড়িতে আগুন, ভাঙচুর, কাদানে গ্যাস ফুসছে তিলজলা

রেল অবরোধ, পুলিশের গাড়িতে আগুন, ভাঙচুর, কাদানে গ্যাস ফুসছে তিলজলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ আমার মেয়েটার শরীরের এমন কোনও জায়গা ছিল না, যেখানে আঘাত করেনি। কথাটা বলতে গিয়েই ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিলজলার আট বছরের শিশুকন্যার আত্মীয়া। সদ্য মেয়েকে হারিয়েছেন তিনি। এটুকু বাচ্চার খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কেঁপে উঠেছে গোটা বাংলা। তদন্তে নেমে শিউরে উঠেছেন পুলিশকর্তারা। শিশুটির সারা শরীরে সূচ জাতীয় কিছু জিনিসের ক্ষত। পুলিশ জানাচ্ছে, খুনের আগে যৌন নির্যাতনও করা হয়েছিল শিশুটির ওপর। বস্ত্র থেকে উদ্ধার হয়েছিল আট বছরের শিশুটির হাত পা বাঁধা দেহ। শিশুটির আত্মীয়ের কথায় উঠে আসল ঘটনার বীভৎসতা। শিশুটির আত্মীয় বলেন, “আমি বলেছিলাম, ময়লাটা ফেলে দুটো দুধের প্যাকেট নিয়ে চলে আসবি। ময়লার প্যাকেটটা নিয়ে নিচে নামেও। কিন্তু কুকুর থাকায় ভয়ে আবার চলে আসে। দুধ আনিনি ও ময়লাও ফেলিনি।” কথা বলতে বলতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, “আমার মেয়েটা চলেই আসছিল। ওই লোকটা সিঁড়ি থেকে আমার মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এতটা মারল আমার



বাচ্চাটাকে মাথায় এক আঙুল মতো ফুটো করে দিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা ছিল। জিভটাও বেরিয়ে গিয়েছিল।” শিশুটির পরিবারের তরফে থেকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে না। কেবল খুনের অভিযোগ করা হচ্ছে। যদিও পুলিশের বক্তব্য, খুনের আগে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে শিশুটি। দেহটি ময়লাভদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে প্রাথমিক তদন্ত অভিযুক্তকে জেরা করে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় অভিযুক্ত যা যা কবুল করেছে, তাতে তত্ত্বাবোধেরও তত্ত্ব উঠে আসে। অভিযুক্তের কোনও সন্তান ছিল না। তাই সন্তান কামনায় কোনও এক তান্ত্রিকের বলে দেওয়া পথ অনুসরণ করেই শিশুটিকে বলি দিয়েছেন। অন্তত জেরায় তেমনটিই জানাচ্ছেন অভিযুক্ত। আপাতত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।



হয়। কিস্কণ্ডে ভাঙা হয়। পাল্টা পরিস্থিতি নিন্ত্রণে আনতে কাদানে গ্যাস চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার জেরে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখে পড়ে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা পিছু হটে পুলিশ। আশেপাশে থানার থেকেও পুলিশবাহিনীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। আনা হলে ব্যাংক। এলাকায় দমকলের গাড়ি পৌঁছেলে সেটিকে লক্ষ্য করেও ইট ছোড়া হয়। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানোর পরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাল্টা পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। শুরু হয় এরিয়া ডমিনেশনও। বিপুল গুটোর পর পুলিশের তৎপরতায় রেল লাইন থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেওয়া শুরু হয়। ৪টে ২০ নাগাদ ধীরে ধীরে শুরু হয় একটি থেকে থাকা ট্রেন চলাচল। প্রশ্ন থাকছে আরও একটি বিষয়ে, পাশের ফ্লাটেই যখন ঘটে গেল এতটা নৃশংসতা, তখন আশপাশের কেউ কীভাবে টের পেলেন না এক ফেঁটাও? পুরোটাই আপাতত তদন্তাপেক্ষ।

খাড়্গের ডাকা বৈঠকে যোগ তৃণমূল সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন জুড়ে একলা চলো নীতিই অনুসরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সম-মনস্ক বিরোধী দলগুলিকে একজেট করার যে কাজে নেমেছে কংগ্রেস, তার থেকে দূরত্বই বজায় রেখে চলছে তৃণমূল। কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকেই যোগ দেননি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। আদানি ইস্যু থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয় নিয়ে সংসদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে একলাই ধর্না দিয়েছে তৃণমূল। তবে রাহুল গান্ধির সৌজন্যেই এবার কাছাকাছি আসতে চলেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। আজ, সোমবার সংসদ অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের বিরোধী দলগুলির ডাকা বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জহর সরকার ও প্রসূন বন্দোপাধ্যায় এই বৈঠকে যোগ দেন বলেই জানা গিয়েছে। মোদি পদবি নিয়ে মানহানি মামলায় দেবী সাব্যস্ত হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। গত বৃহস্পতিবার সুরাট আদালত রাহুল গান্ধিকে দেবী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেয়। আর শাস্তি হওয়ার পরই ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই জনপ্রতিনিধি ছাড়াইনের অধীনে সাংসদ পদ খুইয়েছেন

রাহুল গান্ধি। এই ঘটনার পরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস। পাশে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও। তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পাটি, বিহারএস সহ একাধিক দলও রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবার সেই ঘটনার বেশ ধরেই কাছাকাছি আসতে চলেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার অধিবেশনে কংগ্রেসের ডাকা বিরোধী দলগুলির একটি বৈঠকেও তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি যোগ না দিলেও, আজ মল্লিকার্জুন খাড়্গের ডাকা বিরোধী দলের বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ জহর সরকার ও প্রসূন বন্দোপাধ্যায় এই বৈঠকে যোগ দেন বলেই জানা গিয়েছে। এমনকি, সংসদে বিরোধীদের ধর্নাতেও তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেবে বলেই জানা গিয়েছে। আজ সংসদের দুই কক্ষের কাঁচা পোশাক ও ব্যাচ পরে ধরনা দেননি বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেসের ডাকা এই বৈঠকে তৃণমূল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ, সমাজবাদী পাটি, ডিএমকে, এনসিপি, সিপিএম, আরএসপি, এনসিপি, এমডিএমকে দলের প্রতিনিধিরা।

ভাঙা রেকর্ড কেন বাজাচ্ছেন? এসপি সিনহার মামলায় সিবিআইকে তীব্র ভরসনা আদালতের

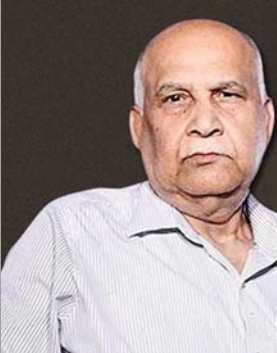
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে একাধিকবার আদালতের ভরসনা শুনেছে সিবিআই। সোমবার শাস্তিপ্রসাদ সিনহার একটি মামলায় ফের সিবিআইকে ভরসিত হতে

বিরোধিতা করছেন কেন? এই মামলায় জামিন পেলেও তো এসপি সিনহা অন্য মামলায় জেল হেফাজতেই থাকবেন।” বিচারকের এই প্রশ্নের জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, “এসপি

বাজাচ্ছেন? সব ক্ষেত্রেই এই একই কথা বলে চলেছেন। কাজের কাজ তো কিছু হচ্ছে না।” এদিন সিবিআইয়ের তরফে এও দাবি করা হয়, “নীলদ্রি বিশ্বাস সাক্ষীদের ভয় দেখিয়েছেন।” তা শুনে আদালত প্রশ্ন তোলে, তার জন্য কি পৃথক এফআইআর সিবিআই করেছে? না করলে কেন করেনি? কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির তরফে দাবি করা হয়, নীলদ্রিকে দিয়েই গোটাটা করিয়েছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এবং এসপি সিনহার। ভিন রাজ্যের সংস্থার এই বাঙালি আধিকারিকই হয়ে উঠেছিলেন এসএসসির উপস্টে কমিটির অন্যতম অস্ত্র। একদিকে সার্ভার দখল অন্যদিকে ওএমআর শিট বিকৃতি-দু’দিক দিয়ে জালিয়াতি হয়েছিল। শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই কোর্ট। কিন্তু এদিন ফের একবার আদালতের ধমক শুনতে হল সিবিআইকে।



চিনহাকে জামিন দিলে ভুল বার্তা যাবে। তদন্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। এসপি সিনহা বেশ প্রভাবশালী।” সিবিআইয়ের এই যুক্তি শুনেই বিচারক বলেন, “আপনারা এই ভাঙা রেকর্ড কেন



হল। ওএমআর শিট বিকৃতির পাণ্ডা নীলদ্রি বিশ্বাসের মামলাতেই এসপি সিনহা জেল হেফাজত চায় সিবিআই। সেই প্রসঙ্গেই আদালত বলে, “আপনারা এই মামলায় এসপি সিনহার জামিনের

স্পিকার ওম বিড়লার মুখে কাগজ-প্ল্যাকার্ড ছুড়ল বিরোধীরা রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ ইস্যুতে উত্তাল সংসদ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চঃ রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে উত্তাল সংসদের বাজেট অধিবেশন। সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হতেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী নেতারা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখান। তবে পরিস্থিতি হটাৎই নাটকীয় মোড় নেয়, যখন বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখানোর মাঝেই প্ল্যাকার্ড ও কাগজ লোকসভার স্পিকার এম বিড়লাকে লক্ষ্য করে ছোড়েন। এই ঘটনার পরই লোকসভা ও রাজ্যসভা মূলতুবি হয়ে যায়। সোমবার বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই রণনীতি নিয়ে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। এ দিনের বৈঠকে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও। বিরোধীদের আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির মানহানি মামলায় সাজার প্রেক্ষিতে যে সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদরা কালো জামা ও কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ দেখাবেন। অধিবেশন শুরু হতেই কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিক্ষোভ

দেখাতে শুরু করেন। লোকসভার স্পিকার এম বিড়লা বারংবার সাংসদদের শাস্ত হতে বললেও, তারা শোনেনি। এরপরই বিক্ষোভের সুরাট তুলে দিলেন রাহুল গান্ধি।



লক্ষ্য করে প্ল্যাকার্ড ও কাগজ ছুড়ে মারেন। জানা গিয়েছে, আদানি ইস্যুতে আলোচনার দাবি ও রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হওয়া নিয়ে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিক্ষোভ

দেখাচ্ছিলেন। হটাৎই তারা নিজেদের গলার পরা চাদর ও সামনের টেবিলে রাখা অর্ডার কাগজগুলি লোকসভার স্পিকারকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারেন। গোটা ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ



হন লোকসভার সাংসদ ওম বিড়লা। তিনি বলেন, “আমি মর্মান্বরে সঙ্গে সংসদ পরিচালন করতে চাই। আজ বিকেল চারটে অবধি লোকসভার অধিবেশন মূলতুবি করে দেওয়া হল।” লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাও

দুপুর ২টা অবধি মূলতুবি করে দেওয়া হয়। সংসদের বাইরেও, গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখান। কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, “আমরা আজ সবাই কালো পোশাক পরে কেন এসেছি? আমরা দেখাতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের গণতন্ত্রকে শেষ করে দিচ্ছেন। তিনি প্রথমে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শেষ করে দিয়েছেন, তারপরে যারা নির্বাচনে জিতেছেন, তাদেরও ভয় দেখিয়ে সব জায়গায় নিজেরের সরকার গঠন করেছেন। যারা মাথা নত করতে রাজি নন, এখন তাদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআই ব্যবহার করছেন।” এদিকে, রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভের সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, “ঘোড়ার দৌড়ে গাধাকে নামানো হয়েছে। এনায়েত সত্যিই আত্মদর্শনের প্রয়োজন। নাহলে দেশের জনগণ তারা আসলে কী, তার প্রেক্ষিতেই বিচার করতে শুরু করবেন। আইনের লড়াই আদালতে লড়ুন।”



রেসকোর্সে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

জোড়াসাঁকো ঘুরে দেখে মুগ্ধ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু, গেলেন নেতাজি ভবনেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বগ্রহণের পরে এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর এসেছেন দ্রৌপদী মূর্মু। আর রাষ্ট্রপতির ২ দিনের সফর নিয়ে রীতিমতো সাজো সাজো রব কলকাতায়। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে রাষ্ট্রপতির বিমান। সেখানেই তাঁকে পুষ্পসম্ভব দিয়ে অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বিমানবন্দরেই রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার জানানো হয়। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতির চপার প্রথমে নামে রেসকোর্সে। সেখান থেকে গাড়িতে তিনি যান এলবিন রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি নেতাজি ভবনে। সেখানে নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত ঘর পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি মূর্মু। কারপর নেতাজি ভবন থেকেই সোজা পৌঁছে যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান জোড়াসাঁকোয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা মহর্ষি ভবন ঘুরে দেখেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। এদিন মহর্ষি ভবনে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান, রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাতা বসু, শশী পাঁজা, বীরবাহা

হাসঁদা। ছিলেন রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসও। তবে এদিন রাষ্ট্রপতিকে মহর্ষি ভবন ঘুরিয়ে দেখান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য



নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কক্ষে যান রাষ্ট্রপতি। তারপরে যান রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ কক্ষে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিচিত্রা-য়া। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত নানা আসবাবপত্র রয়েছে। সেই

সব দেখে অবাক হয়ে যান রাষ্ট্রপতি। সেই সমস্ত আসবাব নিয়ে কৌতুহলও প্রকাশ করেন। কবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তৈরি হয়েছিল, কী ভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সেই সবও অগ্রহণের জানতে চান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। সবশেষে, এদিন ডিজিটরস বুক রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, “আমি এখানে এসে খুব খুশি হয়েছি। এই জায়গা আমার মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান, তাদের তরফে এদিন রাষ্ট্রপতিকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ছবি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একাধিক পুস্তক উপহার দেওয়া হয়েছে। নেতাজি ভবন এবং জোড়াসাঁকো ঘুরে রাজভবনে যান রাষ্ট্রপতি। সোমবার সেখানেই তিনি মধ্যাহ্নভোজ করেন বলে জানা গিয়েছে। বিকেলে রাজ্য সরকার আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। আগামীকালও রাষ্ট্রপতির গুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে এবারের সমাবর্তন অন্য মাত্রা যোগ করেছে। ● ৩ পাতায়...

মাথায় যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে কমিটি শিক্ষা দফতরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ এর আগেই জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপ করে রাজ্য। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ইউজিসির নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে। এবার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গড়ল দফতর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা করবে এই কমিটি। কমিটিতে রয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী। রয়েছেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবানারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। এছাড়াও রয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব হায়ার এডুকেশনের ভাইস চ্যান্সেলর (অ্যাকাডেমিক) কৌশিক দাসগুপ্ত এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব হায়ার এডুকেশন-কনভেনারের জয়েন্ট সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমিক) মোহিতা ভট্টাচার্য। যদিও এর আগেও শিক্ষাবিদদের কমিটি গড়েছিল রাজ্য। নাম ছিল বাঘা বাঘা শিক্ষাবিদদের। উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, মধ্যশিক্ষা পর্যদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক, সুগত বসুরা ছিলেন সেই কমিটিতে। নবাবে জমা পড়েছিল জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের রিপোর্টও। ফের এবার অ্যাকাডেমির নিয়ে কমিটি। ছয় সদস্যের এই কমিটি একটি রিপোর্ট দেবে সরকারকে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অব হায়ার এডুকেশনের মাধ্যমেই এই রিপোর্ট জমা পড়বে। চার সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রাজ্য শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, জাতীয় শিক্ষানীতির একাধিক নিয়ম মেনে চলায় জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিশ্চয় দিয়েছে রাজ্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব দেওয়া হয় স্নাতক স্তর তিন বছর থেকে বাড়িয়ে চার বছর করার জন্য। এই চার বছরের স্নাতক স্তরেই কোনও পড়ুয়া চাইলে গবেষণার সুযোগ পেতে পারেন। সেইমতো প্রজেক্ট বেজ নিতে হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পড়ানোর প্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা ১০ জুনের অনেক আগেই এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। জানিয়ে দিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে তার দাবি, করোনা পরবর্তী সময়ে এবারের পরীক্ষা দেওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জের কাজ ছিল সংসদের কাছে। তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পর্ব মিটেছে অত্যন্ত নির্বিঘ্নেই। রোখা গিয়েছে প্রশ্ন ফাঁস। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, “২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়নি। আমরাও উচ্চ মাধ্যমিক নিইনি। ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক হোম সেন্টারে হয়েছিল। তাই এবারের পরীক্ষা আমাদের কাছেও চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। প্রশ্ন নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ উঠে আসেনি। ১৬১ জনকে এক্সট্রা টাইম দিয়েছি। ৮৪ জন হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। ১২ জন পরীক্ষার্থী নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ৫টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়েছে।” একইসঙ্গে গোটা পরীক্ষায়ও নির্ভর প্রারম্ভ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়েরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে ডিএ-র দাবিতে সরব হয়েছেন সরকারি কর্মীরা। কিছুদিন আগেই ডাকা হয়েছিল বনধা। চলছে ডিজিটাল স্ট্রাইক। বহু স্কুলের শিক্ষক থেকে শিক্ষা কর্মীদের এই ডিএ আন্দোলনে সামিল হতে দেখা গিয়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে উদ্বেগ বেড়েছিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে। অচলাবস্থার প্রভাব পরীক্ষায় পড়বে না তো? ঠিক সময়ে হবে তো ফলপ্রকাশ? চিন্তায় ঘুম উড়েছিল অভিভাবকদের। যদিও চিরঞ্জীব বাবুর দাবি, ডিএ আন্দোলনের প্রভাব পরীক্ষাতেও পেরেনি। ফল প্রকাশেও পস্তন নে না। একইসঙ্গে জাতীয় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে দুটি নতুন বিষয় যুক্ত হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বার্ষিক পরীক্ষা উঠে গিয়ে শুরু হতে পারে সেমিস্টার সিস্টেম।

দেশের গণতন্ত্র শেষ করছেন প্রধানমন্ত্রী মৌদীঃ মল্লিকার্জুন খাডগে



নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : দেশের গণতন্ত্র শেষ করছেন প্রধানমন্ত্রী মৌদী। কেন্দ্রের সমালোচনা করে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে। আদানি গ্রুপ ইস্যুতে সোমবার সকালে সসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী প্রমুখ। তাঁদের পরনে ছিল কাপো। পোশাক বিক্ষোভ চলাকালীন মল্লিকার্জুন খাডগে বলেছেন, আমরা কালো কাপড় পরিধান করেছি? আসলে আমরা বোঝাতে চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের গণতন্ত্র শেষ করছেন। তিনি প্রথমে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি শেষ করেছেন, তারপর যারা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তাদের হুমকি দিয়ে সর্বত্র নিজস্ব সরকার স্থাপন করছেন। তারপর যারা মাথা নত করেননি তাদের নত করার জন্য ইউডি, সিবিআইকে ব্যবহার করছেন।

যেভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক ঃ মনীশ তিওয়ারি

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ :কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়ার তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। সম্ভার মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, যেভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কোে নেওয়া হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক। তিনি আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্কে যা হয়েছে তা অন্যায়, আমরা প্রতিবাদ করব।উল্লেখ্য, মৌদী পদবি নিয়ে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য রাজ্লে গান্ধীকে দোষীসাব্যস্ত করলেছ গুজরাটের সুপার্টে অদালতে। রাহুলকে দু'বছরের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত। এরপরই রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হয়। এরই সমালোচনা করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, যেভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদপদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। আদালতে আবেদন করার অধিকার তাঁরা আছে। এমনকি আদালত তাঁকে আবেদন করার জন্য ৩০ দিনের সময় দিয়েছে। তাহলে তাঁর সদস্যপদ কেড়ে নিতে এঁরা তাড়া। কি সের? ...আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন। যা হয়েছে তা অন্যায়।

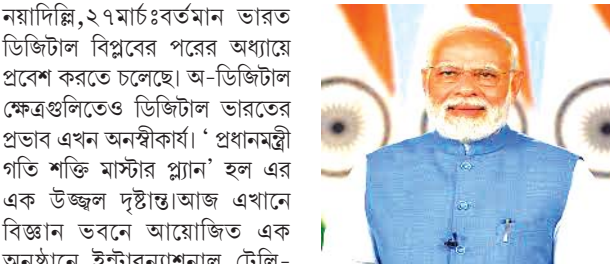
রাজ্যসভায় বিবেচিত অর্থবিল ২০২৩

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : রাজ্যসভায় বিবেচিত হল অর্থবিল ২০২৩ এবং সেই বিল ক্ষেত্ৰ পাঠানো হয়েছে। এরপর রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদরা আদানি স্টক ইস্যুতে জেপিসি গঠনের দাবিতে শ্লোগান তুলতে থাকলে রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মধ্যে মূলত্ববি করে দেওয়া হয়। লোকসভায় আগেই পাস হয়েছে অর্থবিল ২০২৩।সোমবার এই বিল রাজ্যসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন রাজ্যসভায় বিবেচিত হয় অর্থবিল ২০২৩ এবং তা ফেরত পাঠানো হয়। জম্মু ও কাশ্মীর অ্যাপ্রোপিয়েশন (নম্বর ২) বিল ২০২৩-ও বিবেচনা করা হয়েছে। বিলটি এর আগে গত সপ্তাহে লোকসভায় উত্তেজনার মধ্যেও পাস হয়েছিল।

৬ থেকে ৮ এপ্রিল স্বাস্থ্যসেবা উৎসব আয়োজন করা হয়েছে

করিমগঞ্জ (অসম) ২৭ মার্চঃ গুণোসবের সাথে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জ স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ৬ থেকে ৮ এপ্রিল স্বাস্থ্য সেবা উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের একজন কর্মকর্তা এবং শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একজন ফ্যাকাল্টিকে নিয়ে গঠিত ৪৩ টি দল দিনগুলিতে একটি জেলা হাসপাতাল, ৮টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার এবং ২১টি পিএইচসির বাহ্যিক মূল্যায়ন করবেন। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাহ্যিক মূল্যায়নকারীদের প্রশিক্ষণ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারতের মূল শক্তি হল আত্মা এবং ক্ষমতা ও দক্ষতা



নয়াদিিল্লি, ২৭মার্চঃবর্তমান ভারত ডিজিটাল বিপ্লবের পরের অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে। অ-ডিজিটাল ক্ষেত্রেগুলিতেও ডিজিটাল ভারতের প্রভাব এখন অনস্বীকার্য। ‘প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি মাস্টার প্লান’ হল এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।আজ এখানে বিজ্ঞান ভবনে যোগািজিত এক অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল টেলি-কমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটি ইউ)-এর আঞ্চলিক কার্যালয় তথা উদ্ভাবন কেন্দ্রটির সূচনাকালে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি ‘ ভারত ডজি’র খসড়াটিও এখানে প্রকাশ করেন। এছাড়াও, ডজি-র গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার একটি মঞ্চ এবং ‘বিরোধ ইউ ডিগ’ অ্যাপটিসহও সূচনা করেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল টেলি-কমিনিউকেশন ইউনিয়ন অর্থা, আইটিইউ হল রাষ্ট্রসংস্থের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত একটি বিশেষ সংস্থা। এ দেশে সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০২২-এর মার্চ মাসে। এই কার্যালয়টি থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে ভারত, পোলাণ্ড, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান এবং ইরানকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতার এক নিবি বাতায়ন গড়ে তোলা যাবে। আইটিইউ-এর মহাসচিব মিসেস ডোরিন-বোগদান মার্টিন আহ টিইউ-এর এই নতুন কার্যালয় ও উদ্ভাবন কেন্দ্রটি ভারতে স্থাপিত হওয়ায় ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, ভারত এখন আইটিইউ-এর মধ্যে সম্পর্কিতের দীর্ঘ ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই অঞ্চলে আইটিইউ-এর উপস্থিতির ফলে উন্নত প্রযুক্তি, প্রযুক্তিগত ক্ষমতার প্রসার এবং শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও, ডিজিটাল পরিষেবা, অদ্বিত্য বিকাশ, সাহিবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও তা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মিসেস মার্টিন বলেন, বিশ্বের কো’টি দেশ অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টায় সশ্বে যুক্ত হতে আগ্রহী, ভারত তাদের কাছে একটি রোল মডেল হয়ে থাকবে। এই রূপান্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকার পরিষেবা, বিলিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নকে নতুন পক্ষে চালিত করা সম্ভব হবে। বিশ্বের সর্বোচ্চ উপযোগী পরিবেশও পরিস্থিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি দেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ভারত তার অন্যতম বলে তিনি মন্তব্য করেন। মিসেস মার্টিনের মতে, ডিজিটাল মঞ্চে লেনদেন এবং প্রযুক্তিগত কর্মশক্তি ও সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগা

বিতর্কের আবহে শিক্ষক নিয়োগের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : নিয়োগ প্রক্রিয়ার খোল-নোলচে বদলাতে উদ্যোগী হল স্কুল সার্ভিস কমিশন। নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে অবিলম্বে যেকো কিছু নিয়ম পরিবর্তন করা হয়, সে ব্যাপারে কমিশনের তরফে সুপারিশ করা হয়েছে শিক্ষা দফতরের কাছে। আগামী দিনে যত পরীক্ষা হবে, সে সবকটির ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তিত নিয়ম কার্যকর করতে চায় কমিশন।কী কী সুপারিশ করা হল?১. ওএমআর-এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।২. ইন্টারভিউ বা অ্যাপটিটিউট টেস্ট কিরে আসবে। বিগত পরীক্ষা টেস্টেতে কোনও অ্যাপটিটিউট টেস্ট নেওয়া হয়নি।৩. মডেল উত্তরপত্র আপলোড করা হবে এসএসসি-র ওয়েবসাইটে।৪. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষার

বিতর্কের আবহে শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম বদলের সুপারিশ এসএসসির

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যেই উত্তাল হয়েছে সংসদ। বিরোধীদের হাইহটগোলে বারবার মূলত্ববি হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। এই পরিস্থিতিতে সংদীয় কৌশল ঠিক করতে শীর্ষ মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘেরে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, নির্মলা সীতারামন, কিরণ জোশী, পীযুষ গোেল, অনুরাগ সিং ঠাকুর প্রমুখ শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী।এদিকে, বিরোধীরাও আবার মিলিত হয়েছেন। নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার সকালে রাজ্যসভার



নেতৃত্ব ভারতকে ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পর্কিত উদ্ভাবন ও গবেষণা ক্ষেত্রে সামনের সারিতে নিয়ে আসতে পেরেছে। ভারতে যেভাবে আধার, ইউপিআই এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন যে এ সমস্ত কিছুই ভারতকে জ্ঞান-নির্ভর এক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে।অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতের দূরসঞ্চার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। ডজি-র পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত মঞ্চ এবং এই প্রযুক্তি সম্পর্কিত খসড়াটি ডিজিটাল ভারতকে নতুন করে উসাহ যোগাবে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সমাধান প্রচেষ্টাতেও তা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ভারতের উদ্ভাবন প্রচেষ্টা, শিল্পোদ্যোগ এবং স্টার্ট-আপ স্থাপনের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সুযোগের প্রসার ঘটবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের এক নতুন বাতায়ন গড়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।শ্রী মৌদী বলেন, জি-২০-র সভাপতিত্বকালে যে দায়িত্বভার ভারতের ওপর অর্পিত হয়েছে তা পালন করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য আঞ্চলিক বিভেদকে কোনভাবেই প্রধান্য দেওয়া হবে না। সাম্প্রতিক শ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে শ্লোবাল সাউথের লক্ষ্যই হল প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিভেদের সীমারোখা দ্রুত মুছে দেওয়া। আইটিইউ-এর আঞ্চলিক কার্যালয় ও উদ্ভাবন কেন্দ্রটি যে এই লক্ষ্যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে সে সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সরলের জন্য এক সৃষ্ঠ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যােতুলতে ভারত যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাও যে এর ফলে উসাহিত হবে, একথাও মনে করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে বিভেদ ও তারতম্য রয়েছে তা ভারতের নেতৃত্বে দ্রুত দূর করা যে সম্ভব হবে, এ প্রত্যাশা রয়েছে প্রায় সবক’টি দেশেরাই। কারণ, ভারতের সংস্কৃতি, পরিকাঠামো, ক্ষমতা ও দক্ষতা, দক্ষ শ্রমশক্তি, উদ্ভাবন প্রতিভা এবং নীতি বাস্তবায়নের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ বিশ্ববাসীর এই প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর মূলে রয়েছে ভারতের দুটি বিশেষ শক্তি - আত্ম

এবং ক্ষমতা ও দক্ষতার মাত্রা। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এই আত্মা, বিশ্বাস এবং ক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়েই আমরা প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে সক্ষম। এজন্য সমগ্র বিশ্বই আজ তারিকের রয়েছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তি ও প্রচেষ্টার দিকে।প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতে গণতান্ত্রিক তার কিভাবে প্রসার ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ দেশে মোবাইল সংযোগের মাত্রা বর্তমানে ১০০ কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাসাশ্রয়ী স্মার্ট ফোনের উপাদান এবং ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য ভারতকে বর্তমানে এই অবস্থানে দাঁ করিয়েছে। ইউপি আই-এর মাধ্যমে এ দেশে প্রতি মাসে ৮০০ কোটিরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে প্রতিদিন ৭ কোটিরও বেশি নথি যাচাইয়ের ঘটনাও ভারতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। Co-Win-এর প্রযুক্তিগত মঞ্চটি ব্যবহার করে ২২০ কোটিরও বেশি ভোজিন ডোজ এদেশে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রত্যক্ষ সুফল হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে জমা পড়েছে ২৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ‘জন ধন যোজনা’র মাধ্যমে ভারতে যতগুলি ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খোলা হয়েছে তার সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। অভিন্ন ডিজিটাল পরিচিতি অর্থা, আধার-এর সাহায্যে এই ব্যবস্থাকে আরো সম্ভব করে তুলেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে দূরসঞ্চার প্রযুক্তি একটি ক্ষমতামাত্র নয়, বরং তা হল কর্মমতায়ন প্রচেষ্টার এক বিশেষ কর্মসূচি। এ দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন সার্বজনীন এবং সকলকেই আয়ত্তের মধ্যে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টা ব্যাপক আকার ও মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে এ দেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল যেখানে ৬ কোটি, এখন সেখানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটিতে। অনাদিকে, ২০১৪-র আগে দেশে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি। তুলনায় বর্তমানে এর সংখ্যা পৌঁছেছে ৮৫ কোটিতে।ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসাধারণের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে শ্রী মৌদী বলেন, শহরের তুলনায় গ্রামগুলিতে এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর কারণ হল ভারতে ডিজিটাল ক্ষমতার প্রসার ঘটেছে বছরের আনান্দে-কানান্দে। গত ৯ বছরে সরকারি এবং বেসরকারি প্রচেষ্টায় ভারতে অপটিকাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে ২৫ লক্ষ কিলোমিটার পরিধি জুাে। ২ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা হয়েছে এর মাধ্যমে। অন্যদিকে, ৫ লক্ষ সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে

বিতর্কের আবহে শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম বদলের সুপারিশ এসএসসির

আবহে এ বার নিয়োগের নিয়ম বদলাতে সক্রিয় হলেন পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার এ কথা জানিয়ে এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ‘এসএসসির তরফে অ্যাকাডেমিক নম্বর (অ্যাকাডেমিক স্কোর) তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।’’ অ্যাকাডেমিক স্কোর তুলে দেওয়ার মতো অভিযোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ জানান, যিনি ১০ বছর আগে পাশ করেছে তাঁর সঙ্গে বর্তমানে যিনি ম্নাতক বা ম্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের তফাত অনেকটাই হয়ে যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়ার

বিতর্কের আবহে শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম বদলের সুপারিশ এসএসসির

রাষ্ট্র সমিতি, আরজেডি, এনসিপি, সিপিআই, আইইউএমএল, এমডিএমকে, কেরল কংগ্রেস, আরএসপি, আম আদমি পাটি, জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স ও শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির)। অনুরাগে, বিরোধী শিবিরে তৃণমূল-সহ বিভিন্ন দলের যোগদান প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে বলেছেন, প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আমি গত রবিবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম এবং আজকেও ধন্যবাদ জানাই।গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা এবং জনগণের সুস্বাক্ষর জন্য যারা এগিয়ে আসবে আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই। যারা আমাদের সর্ম্মক করে তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মন কি বাতঃদেশে অঙ্গদান সম্পর্কে সচেনতা বাড়ছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : গত রবিবার মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এ অঙ্গদানের বিষয়টি তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে, দেশে অঙ্গ দান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে এবং তিনি সন্তুষ্ট যে এটি সহজ করার জন্য সারা দেশে একটি অভিন্ন নীতি তৈরি করা হচ্ছে।এদিন তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ৯৯ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, অঙ্গদানকে উৎসাহিত করতে এবং সহজতর করার জন্য রাজ্যগুলির ‘আবাসিক’ শত অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রোগীরা দেশের যে কোন রাজ্যে যান, অঙ্গ গ্রহণের জন্য নিজেদের নিবন্ধন করুন।এ সময় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গদানকারী ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। এর মধ্যে রয়েছে সুপ্রীত কৌর এবং সুখবীর সিং, বাবা-মা যারা অমৃতসরে জন্মের মাত্র ৩৯ দিন পরে তাদের মেয়েকে হারিয়েছেন। তার মেয়ে আবারও তিনি বলেন যে, তাদের পরামর্শগুলি ৩০ এপ্রিল মন কি বাতের ১০০ তম পর্বটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। তিনি বলেন, ‘নার্ডাস নাইনটিন’কে ক্রিকেটে খুব কঠিন পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে যখন এটি ভারতের মানুষের মনে আসে তখন অন্য কোনও অনুপ্রেরণা প্রদানমন্ত্রী বলেন, আজ নারী শক্তি দেশের স্বপ্নে নতুন শক্তি যোগাচ্ছে। তিনি শলিজা ধামি, প্রথম মহিলা বিমান বাহিনী অফিসার যিনি একটি কমব্যুটি ইউনিটে কমান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন, শিবা টোহান, সিয়াচেনে পোস্ট করা প্রথম মহিলা অফিসার, এশিয়ার প্রথম লোকো গাইলট সুখেয়া যাদব এবং জ্যোতির্ময়ী মোহান্তি, একজন বিজ্ঞানী ভামা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র।তিনি বলেন, সুখেখা যাদবও বন্দে ভারত এগ্রেক্সপের প্রথম মহিলা লোকো গাইলট হয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী মোহান্তি কাসান এবং রাসায়নিক প্রকৌশল ক্ষেত্রে বিশেষ পুঙ্কর পেয়েছেন। তিনি নাগাল্যান্ডে শ্রমবান্ধের মতে মিল্লা বিখ্যাক এবং মল্লী হজোর কথাও উল্লখ করেন।

রাহুলের বিরুদ্ধে তোপ অনুরাগ ঠাকুরের, বললেন তিনি কখনই সাভারকার হতে পারেন না

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ :কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বললেন যে, তিনি কখনই সাভারকার হতে পারবেন না, কারণ সাভারকর কখনই ৬ মাসের জন্য বিদেশ সফরে যাননি। ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য রাহুলকে ক্ষমা চাইতে বলেছে বিজেপি। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি রাহুল বলেন, আমার নাম সাভারকার নয়। আমি গান্ধী। আমি ক্ষমা চাইব না।রাহুলের এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার সংসদ সোংবাদিকের



প্রশ্নের উত্তরে অনুরাগ বলেছেন, রাহুল গান্ধী ক্রমাগত ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন এবং ক্ষমাও চাননি। তাঁরা (কংগ্রেস) আদালতের নির্দেশ মানছেন না। কেন তাঁরা এখন এই নাটক তৈরি করছে? তিনি কখনই সাভারকর হতে পারেন না, কারণ সাভারকর কখনও ৬ মাসের জন্য বিদেশ সফরে যাননি।



দু’দিনের সফরে কলকাতায় এলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা রেসকোর্সের উদ্দেশে রওনা দেন রাষ্ট্রপতি। রেসকোর্সে পুষ্পসুন্দর দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। নিজস্ব চিত্র

এপ্রিল থেকে বাড়তে চলেছে তামাকজাত পণ্যের দাম

নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : আগামী ১ এপ্রিল থেকে বাড়তে চলেছে তামাকজাত পণ্যের দাম। এর জেরে সিগারেট, গুটখার প্যাকেটের দাম বাড়বে। তামাকজাত পণ্যের উপর জিএসটি আর বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এর জেরে প্রস্তুতকারক সংস্থার খরচা বাড়বে। তার জেরেই দাম বাড়তে পারে সংস্থাগুলি।তামাকজাত পণ্যে জিএসটি ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সোের সীমা নির্ধারি করেছে কেন্দ্র। ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ লোকসভায় যে বাটোজ পেশ করেছেন তাতেই এই সোের সর্বোচ্চ সীমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে লাগু হবে। এর জেরেই বাড়তে পারে দাম।বর্তমানে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনের উপরে ১৩৫ শতাংশ সেডি ধার্য হয়। জিএসটি সংক্রান্ত এই ক্ষতিপূরণ ৫১ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জিএসটি সংক্রান্ত সোের এই হারের জেরেই তামাকজাত পণ্য উৎপাদন খরচ বাড়তে পারে। যার জেরে দাম বাড়তে পারে সংস্থা গুলি। যার প্রভাব খুচুরো বাজারেও পড়বে। যাঁরা রোজ এগুলি কেনেন তাদের খরচা বাড়বে।ফেব্রুয়ারিতে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে জিএসটি কাউন্সিল, পান মসলা এবং গুটখা ব্যবসার ক্ষেত্রে কর ফাঁকি রোধ করতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সাথে একটি বৈঠক করেন এবং প্যানেলের দেওয়া রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এর জেরেই দাম বৃদ্ধি।

প্রাকৃতিক চাষের উপর হাইলাকান্দিতে কৃষকদের ট্রেনিং

হাইলাকান্দি (অসম) ২৭ মার্চ : হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কৃষক মেলার দ্বিতীয় দিনে গত মঙ্গলবার প্রাকৃতিক চাষের উপর কৃষকদের ট্রেনিং এবং কৃষি উন্নয়নে এসএইজজি (সেলেক হেল্প গ্রুপ) এর ভূমিকা শীর্ষক দুইটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।প্রাকৃতিক চাষের সোের অংশ নিয়ে এটি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সকিউটিভ চন্দানী বর্মাণ, জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল বাতেন চৌধুরী এবং ডঃ সৌরভ শর্মা। বক্তারা রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে কিভাবে প্রাকৃতিক সার ব্যবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই কৃষক মেলায় এদিন এসইজি কর্মকর্তাদের আয় বাড়াতে ধান এবং শাকসবজি উৎপাদনের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জীবিকা মিশনের ডিপিএম মাহবুবুর রহমান পারভেজ।

এবার নেতিবাচক চরিত্রে শ্রাবন্তী

কলকাতা, ২৭ মার্চ : এবার নেতিবাচক চরিত্রে বড়পর্দায় ধরা দিচ্ছেন চল্লিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় । রাজর্ষি দে পরিচালিত ‘ সাদা রঙের পৃথিবী ’ ছবিতে নামেবাবারের মতো দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। ‘ মুক্তি মণ্ডপ ’ নামে একটি বিধবা আশ্রমকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে ছবির প্রেক্ষাপট। এতে ইতিবাচক চরিত্রের পাশাপাশি নেতিবাচক চরিত্রেরও ধরা দেবেন শ্রাবন্তী। প্রকাশ্যে এটি ছবির পোস্টার। পোস্টারে চলে যাচ্ছে বেনারসের একটি গঙ্গার ঘাট ও উড়ে যাচ্ছে সাদা শাড়ি । এই গল্প একটি অসম্মিত আশ্রম নিয়ে। সেখানে বিধবাদের আশ্রয় দেওয়ার আড়ালে চলতে থাকে নারীপাচার । এই চক্রের সঙ্গেই অঙ্গাদিতাবে যুক্ত শ্রাবন্তীর একটি চরিত্র ভাবনী। এই চরিত্রটি নেতিবাচক । অন্যদিকে অন্য আরেকটি চরিত্র, শিবানী, তার চরিত্রটি ইতিবাচক ।দ্বৈত চরিত্রের কথা শ্রাবন্তীকে তাই সাঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন পরিচালক রাজর্ষি দে। তার মতে, শ্রাবন্তী একজন প্রতিভাবান শিল্পী। পর্দায় একজন মিষ্টি বা রোমাণিটিক নায়িকা হিসেবেই দর্শকের কাছে বিবেশভাবে পরিচিত শ্রাবন্তী। এবার সেই ছকভাঙা চরিত্র থেকে বেরিয়ে শ্রাবন্তীর নতুন পরিচয় তৈরির চেষ্টাই করছেন পরিচালক রাজর্ষি দে।

পূর্ণাঙ্গ পঙ্ক্তিকা

কলকাতা,২৮ মার্চ ঃমঙ্গলবার, ১৩ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮মার্চ ২০২৩, ৫৫৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৩ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৩ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতঃ১১১ শজিবু, আদামঃ২৬ চ’ত’, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী।শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন কৌর দেশের সর্বকনিষ্ঠ অঙ্গ দাতা হয়েছেন।এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মৌদী ‘মন কি বাত’-এর শততম পর্বের জন্য জনগণের কাছ থেকে পরামর্শও চেয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাদের পরামর্শগুলি ৩০ এপ্রিল মন কি বাতের ১০০ তম পর্বটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। তিনি বলেন, ‘নার্ডাস নাইনটিন’কে ক্রিকেটে খুব কঠিন পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে যখন এটি ভারতের মানুষের মনে আসে তখন অন্য কোনও অনুপ্রেরণা প্রদানমন্ত্রী বলেন, আজ নারী শক্তি দেশের স্বপ্নে নতুন শক্তি যোগাচ্ছে। তিনি শলিজা ধামি, প্রথম মহিলা বিমান বাহিনী অফিসার যিনি একটি কমব্যুটি ইউনিটে কমান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন, শিবা টোহান, সিয়াচেনে পোস্ট করা প্রথম মহিলা অফিসার, এশিয়ার প্রথম লোকো গাইলট সুখেয়া যাদব এবং জ্যোতির্ময়ী মোহান্তি, একজন বিজ্ঞানী ভামা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র।তিনি বলেন, সুখেখা যাদবও বন্দে ভারত এগ্রেক্সপের প্রথম মহিলা লোকো গাইলট হয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী মোহান্তি কাসান এবং রাসায়নিক প্রকৌশল ক্ষেত্রে বিশেষ পুঙ্কর পেয়েছেন। তিনি নাগাল্যান্ডে শ্রমবান্ধের মতে মিল্লা বিখ্যাক এবং মল্লী হজোর কথাও উল্লখ করেন।
রাহুলের বিরুদ্ধে তোপ অনুরাগ ঠাকুরের, বললেন তিনি কখনই সাভারকার হতে পারেন না
নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ :কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বললেন যে, তিনি কখনই সাভারকার হতে পারবেন না, কারণ সাভারকর কখনই ৬ মাসের জন্য বিদেশ সফরে যাননি। ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য রাহুলকে ক্ষমা চাইতে বলেছে বিজেপি। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি রাহুল বলেন, আমার নাম সাভারকার নয়। আমি গান্ধী। আমি ক্ষমা চাইব না।রাহুলের এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার সংসদ সোংবাদিকের
প্রশ্নের উত্তরে অনুরাগ বলেছেন, রাহুল গান্ধী ক্রমাগত ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন এবং ক্ষমাও চাননি। তাঁরা (কংগ্রেস) আদালতের নির্দেশ মানছেন না। কেন তাঁরা এখন এই নাটক তৈরি করছে? তিনি কখনই সাভারকর হতে পারেন না, কারণ সাভারকর কখনও ৬ মাসের জন্য বিদেশ সফরে যাননি।
দু’দিনের সফরে কলকাতায় এলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা রেসকোর্সের উদ্দেশে রওনা দেন রাষ্ট্রপতি। রেসকোর্সে পুষ্পসুন্দর দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। নিজস্ব চিত্র
এপ্রিল থেকে বাড়তে চলেছে তামাকজাত পণ্যের দাম
নয়াদিিল্লি, ২৭ মার্চ : আগামী ১ এপ্রিল থেকে বাড়তে চলেছে তামাকজাত পণ্যের দাম। এর জেরে সিগারেট, গুটখার প্যাকেটের দাম বাড়বে। তামাকজাত পণ্যের উপর জিএসটি আর বাড়িয়েছে কেন্দ্র। এর জেরে প্রস্তুতকারক সংস্থার খরচা বাড়বে। তার জেরেই দাম বাড়তে পারে সংস্থাগুলি।তামাকজাত পণ্যে জিএসটি ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সোের সীমা নির্ধারি করেছে কেন্দ্র। ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ লোকসভায় যে বাটোজ পেশ করেছেন তাতেই এই সোের সর্বোচ্চ সীমার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে লাগু হবে। এর জেরেই বাড়তে পারে দাম।বর্তমানে তামাকজাত পণ্য উৎপাদনের উপরে ১৩৫ শতাংশ সেডি ধার্য হয়। জিএসটি সংক্রান্ত এই ক্ষতিপূরণ ৫১ শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জিএসটি সংক্রান্ত সোের এই হারের জেরেই তামাকজাত পণ্য উৎপাদন খরচ বাড়তে পারে। যার জেরে দাম বাড়তে পারে সংস্থা গুলি। যার প্রভাব খুচুরো বাজারেও পড়বে। যাঁরা রোজ এগুলি কেনেন তাদের খরচা বাড়বে।ফেব্রুয়ারিতে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে জিএসটি কাউন্সিল, পান মসলা এবং গুটখা ব্যবসার ক্ষেত্রে কর ফাঁকি রোধ করতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সাথে একটি বৈঠক করেন এবং প্যানেলের দেওয়া রিপোর্ট অনুমোদন করেন। এর জেরেই দাম বৃদ্ধি।
প্রাকৃতিক চাষের উপর হাইলাকান্দিতে কৃষকদের ট্রেনিং
হাইলাকান্দি (অসম) ২৭ মার্চ : হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কৃষক মেলার দ্বিতীয় দিনে গত মঙ্গলবার প্রাকৃতিক চাষের উপর কৃষকদের ট্রেনিং এবং কৃষি উন্নয়নে এসএইজজি (সেলেক হেল্প গ্রুপ) এর ভূমিকা শীর্ষক দুইটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।প্রাকৃতিক চাষের সোের অংশ নিয়ে এটি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সকিউটিভ চন্দানী বর্মাণ, জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল বাতেন চৌধুরী এবং ডঃ সৌরভ শর্মা। বক্তারা রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে কিভাবে প্রাকৃতিক সার ব্যবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই কৃষক মেলায় এদিন এসইজি কর্মকর্তাদের আয় বাড়াতে ধান এবং শাকসবজি উৎপাদনের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন জীবিকা মিশনের ডিপিএম মাহবুবুর রহমান পারভেজ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৩ চৈত্র ১৪২৯

রাজনৈতিক ভুল করছে বিজেপি!

বিজেপি দল রাজনৈতিক ভুল করতে শুরু করে দিয়েছে এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। রাহুল গান্ধিকে সাংসদ পদ থেকে সরিয়ে এবং তাঁকে সংসদে বিলাতে গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনও কথা না বলতে দেওয়াটা রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সম্পাদকীয় ১

সময় করে দিতে পারেননি। তার ফলে তাঁর বিলাতের গণতন্ত্র নিয়ে ব্যাখ্যাও দিতে পারেননি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে বিলাতে গিয়ে ভারতের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে কোনও কথা বলেনি। তিনি বলেছেন ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন হলে তার সমাধান ভারতবাসীকে করতে হবে। সংসদে বিরোধীদের কথা বলার সময়ে মাইক বন্ধ থাকে। এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য প্রতিবাদ অবশ্য করা উচিত রয়েছে। প্রতিবাদ অবশ্য যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। নাহলে কিন্তু চলবে না। কারণ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। রাহুল গান্ধি গণতন্ত্র নিয়ে সঠিক কি ধরনের মন্তব্য করেছে তা জানার অধিকার দেশের জনগণের রয়েছে। তিনি যদি সংসদের মধ্যে তা নিয়ে বক্তব্য রাখতে পারতেন তাহলে বিষয়টা একেবারে মিটে যেত। কিন্তু তা না করে এখন যোটালা করে দেওয়া হল। রাজনৈতিক ঘটলা করে বিষয়টাকে আরও জটিল করে দেওয়া ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বিজেপি দল আগে যে শক্তি নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছিল আজকে তার থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে। যেগুলি একেবারে নগন্য তাকে মুখ্য ইস্যু করতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে বিজেপির যে রাজনৈতিক মর্যাদা রেখে সরকারের পদে আসীন হয়েছিল তার থেকে বেশ দূরে এখন অবস্থান করতে শুরু করেছে। আসলে বিজেপি দল কীভাবে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে কয়েম করে ভারতে রাজ করতে থাকবে তার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই বলা যেতে পারে। বিজেপি দল যেভাবে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে সরকারের এসে উপস্থিত হল তাতে বুঝতে পারা গিয়েছিল কংগ্রেস দলকে আর দেশের লোক চাইছে না। শীলা দীক্ষিতের মতো বয়স্ক নেত্রীকে দেশের জনগণ ক্ষমতায় রাখতে চাইছে না। বিজেপি দল ক্ষমতায় এসেই এমনভাবে দলের প্রাক্তন নেতা আদবানিকে কোনঠাসা করে দিল তা কিন্তু চিঠির পর্দায় যারা দেখেছেন তাতে লজ্জাবোধ করবেন। সংসদে উপস্থিত হয়ে আদবানি বসার স্রোার পর্যন্ত পাননি। তিনি কংগ্রেসের এগিয়ে দেওয়া আসনে গিয়ে বসেছিলেন। অথচ তিনি তখন বিজেপি দলের একজন নির্বাচিত সাংসদ। তাঁকে বসতে স্রোার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেই সব দৃশ্য লোকেরা এত সহজে ভুলে যায়নি। বিজেপি দলকে শক্তিশালী করার মূলে ছিলেন আদবানি। তিনিই বিজেপি দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন বলা যেতে পারে। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না যদি আদবানি না থাকতেন। আসলে আদবানি আবার রাম রথযাত্রা করে বিজেপি দলকে চাক্ষা করেছিল। সেই সময় থেকে হিন্দুত্ব নীতির ওপর বেশি করে জোর দিতে শুরু করে বিজেপি দলের নেতারা। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি আর সেই রকম নেই।

নবজাগরণে বাংলার মানবধর্ম আন্দোলন

নববাংলার নবজাগরণের সময় থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে বারবার আঘাত দেওয়া শুরু হয়েছিল। মানুষকে ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে নাকি ধর্মকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে দুটো দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাংলায়। একদল ধর্মকে বিশ্বাস করে সমাজ

পরিচালনা করতে চায়। আবার আর একটি দল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যুক্তি দিয়ে

ধর্মকে বিচার করতে চায়। লড়াই শুরু হয়ে যায় রক্ষণশীল বনাম উদারপন্থীদের মধ্যে। আন্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। একটি দল খ্রিস্ট শত্রুকে অনুসরণ করে সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে চায়। আর একটি দল ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে গ্রহণ করতে চায়। তার ফলে বাংলার নবজাগরণের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদীদের মধ্যে তীব্র লড়াই। রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পুরাণ, বেদ বেদান্তগুলিকে যুক্তি বিজ্ঞানের আসনে কাছে ফেলে তাদেরকে যাচাই করতে। আর সেটা করতে গিয়ে রামমোহনকে বহু সময়ে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। হেনস্থা গিয়েছিলেন ডিরোজিওকেও। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হয়েছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি একেবারে ধর্মের শিকড় ধরে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওকে রক্ষণশীলেরা পরাস্ত করতে পেরেছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন না বলে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না সেটা বলা একেবারে অসম্ভব। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের এমন কয়েকটি প্রথা চালু রয়েছে যা মানবজাতির জীবনের উন্নয়নের অন্তরায়। সেই কারণে তিনি ‘ইয়ং বেঙ্গল’ বাহিনী প্রস্তুত করে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে নামেন। ডিরোজিও খ্রীষ্টান ধর্মের লোক হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি এটা রক্ষণশীল হিন্দু মেনে নিতে পারেনি। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাশনগুলি আধুনিক জীবনবোধের একেবারে অন্তরায় বলে বিশ্বাস করতেন রাজা রামমোহন রায়ের পাশাপাশি ডিরোজিও। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন আবার তিনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আন্তিকও ছিলেন। তিনি উপরীত ত্যাগ করেননি। তিনি চণ্ডীপাঠ করতেন না। কিন্তু তিনি পিতা মাতাতে দেবদেবী রুপে পূজা করতেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ সমাজ।



স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রীতি ও ভালোবাসায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র কুমার শীল

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র চর্চা শুরু স্কুল জীবন থেকেই। শৈশব কাল থেকেই তীব্র দারিদ্রতার সঙ্গে তাঁকে বারবার শিক্ষা গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। তবুও তিনি নিরাশ হননি। ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। আসানসোলে একটু রুটির লোকান্নে কাজ নিয়েছিলেন। কাজ ভালো লাগেনি। আবার ফিরে গিয়েছিলেন লেখাপড়াতে। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলের লোকগীতি লেটো দলের সঙ্গে পরিচয় হল। ছোটবেলা থেকেই লেটো গান তৈরি করা অভ্যাসটা তাঁর পরবর্তী জীবনে কাজে গেলেছিল। কাকা বজলুর রহমানের উৎসাহে তিনি লেটো গানের গায়ক এবং রচয়িতা হলেন। সুরও দিতে থাকলেন। তাঁর গাইবার ভঙ্গি, সুর এবং গানের কথায় শ্রোতাদের মুগ্ধ হয়েছিলল। সাঁওতাল, বাউড়ি সম্প্রদায়ের লোকগীতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই জগত ত্যাগ করে তিনি চলে এলেন চাকরি করতে। এবারে চাকরি গ্রহণ করলেন রেলগার্ডের বাড়িতো। পাচকের কাজ। পাচকের কাজ করতে গিয়ে গার্ডের স্ত্রী নিরুপমা দেবীর কাছ থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিপলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁকে আকর্ষন করেছিল। তিনি রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে এক বন্ধু লাটির আঘাত পেয়েছিলেন। এতে রক্তারক্তি হয়। তিনি স্কুলে ফেরে গেলেন। এবারে ভর্তি হলেন সয়ারসোল স্কুলে। সেখানকার শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন নজরুল। বিপ্লবী নিবারণ ঘটক যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর বিপ্লবী গুরু ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। নিবারণ ঘটকের শ্রেষ্ঠ নির্বাচন কাজি নজরুল ইসলাম। শিক্ষক নিবারণ ঘটর ১৯১৭ সালে ৯ মার্চ ফ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই সয়ে নজরুল দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। নজরুলকে দিয়ে শিক্ষক নিরারবণ ঘটক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সঙ্গীত গাওয়াতেন। নজরুল যে ভালো গান গাইতে পারে এটা তাঁর জানা ছিল। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নজরুল রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করতেন এবং রবীন্দ্রনাথের সুর দেওয়া ‘বন্দে মাতরম’ গানটি গাইতেন। আলিপুর বোমা মামলার রায় বের হওয়ার দিন এজলাসে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী উল্লাশকর দত্ত একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন বিচারপতি ব্রিচকফের সামনে। সেই গানটি ছিল ‘স্বার্থক জনম আমি জন্মেছি এই দেশে’। নজরুল প্রায় সময়ে এই গানটি গাইতেন কোনও প্রকাশ্য জনসভায়। নিবারণ ঘটকের সঙ্গে পরিচয় থাকার অপরাম্বে তাঁর পাঁচ টাকা বৃত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অসহ্য অবস্থা স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই বৃত্তি নজরুলকে ফিরিয়ে দেয়। তখন নজরুল ‘বাংলার মাটি



শুরু করেছিলেন। যেমন- ব্যথার দান, বাদল বরিশনে, ঘুমের যোরে, অতৃপ্ত কামনা, রাজবন্দির চিঠি, রিক্ত বেদন, মেহের নগর, সঁজনির তারা, বাঁধন হারা (উপন্যাস) ইত্যাদি রবীন্দ্র শব্দকে তিনি তাঁর লেখায় এবং চিঠিতে ব্যবহার করেছেন। এর থেকে বোঝায় যায় তিনি রবীন্দ্র চর্চায় মগ্ন থাকতেন। রবীন্দ্রনাথে সঙ্গীতের বহু শব্দকে নজরুল ব্যবহার করেছেন যেমন- ‘ভূমি সন্ধ্যারও মেঘমালা, আমার সকল দুখের প্রদীপ, এখন ফিরাবে তাদের কিসের ছলে, এমনও দিনে তারে বলা যায়, আমার নয়ন ভুলানো এলে, ওহে সুন্দর মরি মরি, অনেক পাওয়ার মাঝে, ওগো দেখি আঁখি তুলে দাও, আমি বহু বাসনা প্রাণপণে চাই, ঝর ঝর বরিছে বারিধারা, তুমি জান ওগো অন্তরযামী, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুলনে, দুজনে দেখা হল, ওগো কাঙাল, অশ্রু নদীর সুদূর পাড়ে, বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে, হেরিও শ্যামাল ঘন নীল গগণে, মনে রয়ে গেল মনের কথা আরও আঘাত সইবে আমার, স্বাধী প্রতিদিন, ইত্যাদি শব্দগুলি তিনি প্রায় সময়ে ব্যবহার করতেন। কবিরুগুর শব্দগুলি তাঁকে আকর্ষন করতো। তার ফলে তিনি বহু ক্ষেত্রে তাঁর

লিখে রাখতেন। গান গাইতে অনুরোধ করলে তিনি সেই সব গানই পরিবেশন করতেন সভায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। সেই সময়ে বন্ধু মুজফফর আহমেদ নজরুলকে ‘হাফিজ’ বলে ডাকতে শুরু করে দিলেন। ১৯২১ সালে কাজ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন শাহিদুল্লাহ। নিশিকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব। নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সাক্ষাৎ নিয়ে একটি বইও রচনা করেছিলেন ‘নজরুল ইন দ্যা মেমোরি ইন মাই ইয়ুথ’। সেই সময়ে নজরুল কবিরুগুরে ‘গীতাঞ্জলী’র গান গেয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছিলেন। বই ছাড়া কীভাবে একের পর এক গান এবং কবিতা পাঠ করতে দেখে কবিগুরু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন তাঁর রচিত গান এবং কবিতাগুলি এই রকমভাবে স্মরণে নেই। কবিগুরু তাঁকে আরও কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে থাকার বলা বলেছিলেন। নজরুল ‘ভারতী’ পত্রিকার আড্ডায় অংশ গ্রহণ করতেন। সেই আড্ডায় অংশ গ্রহণ

জীবন’ গ্রন্থে। তখন নজরুল তখন শাত-ইল-আরব কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছেন। সভায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জানালেন যে কবি এই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আরবী, ফার্সি এবং পার্শি শব্দ ব্যবহার করে কবিতাকে একেবারে অন্যান্য মাত্রায় রঞ্জিত করে দিয়েছিলেন নজরুল। ১৯২২ সালে ১১ জুলাই রামমোহন লাইব্রেরীতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। নজরুলকে দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে নিজের পাশে বসালেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথাকে সম্মান জানিয়ে নজরুল ‘সত্যকবি’ বলে একটি কবিতা পাঠ করেন নজরুল। এর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে নজরুলের সঙ্গে কবিগুরুর দেখা হয়েছিল। ‘বিদ্রোহী’ (১৯২১) কবিতা প্রকাশ হওয়ার সময়ে। সঙ্গে করে একটি ‘বিজলী’ পত্রিকা নিয়ে গিয়ে নজরুল কাউকে তোয়াক্কা না করে একেবারে কবিগুরুর সামনে উপস্থিত। কবিগুরুর তাঁর কণ্ঠে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। জোড়াসাঁকোতে

জাহানারা চৌধুরী এবং আব্দুল মানান সইদ। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় নজরুল এবং কবিগুরুর সাক্ষাৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র নজরুল বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ লাভ করেছিল তাতে কোনও বন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি বাংলার সমস্ত সংগ্রামীদের নিরাশ করেনি। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে না পারলে তাদেরকে ভারত ছাড়া করা খুবই মুশকিল। সেই কারণে বিপ্লবীদের লিগে গোপনে উৎসাহিত করতেন। কাজি নজরুল বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁকে উৎসাহিত করতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেননি। কবিগুরুর প্রয়াণকালে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন নজরুল। তিনি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। কবিগুরু শোকে ব্যাকুল হয়ে একটি সঙ্গীত গেয়েছিলেন-‘ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিবের’ এবং ‘রবিহারী’ নামক কবিতা রচনা করে নিয়েই তা আবৃত্তি করেন। এই ‘রবিহারী’ কবিতিকে শোকগাথা হিসাবে নজরুল গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

প্রিয়াক্ষার আক্রমণে কি সত্যি দেশেহারা বিজেপি?

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারে কিন্তু রাহুল গান্ধি নন, এবারে বিজেপির বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হতেই কৌস করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। এতদিন ধরে তিনি কোনও কথা বলতেন না। যা কথা বলার তা বলতেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার যেভাবে রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করে বিজেপি দলের নেতারা প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে পড়তে শুরু করে ছিল সেখানে জোরালো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। তিনি কংগ্রেস দলের সম্পাদিকা। চূপ করে বসে থাকতে পারেন না। কংগ্রেসের সফট মুহূর্তে তাঁকে বাধ্য হয়ে গর্জন করতে হচ্ছে। বিজেপি দলের নেতারা রাহুলকে পাগ্নু বলে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি। সেই সময়ে প্রিয়াক্ষা গান্ধি চূপ করেই ছিলেন। রাহুল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিলেন তার ওপর কোনও মন্তব্য প্রকাশ করতেন না প্রিয়াক্ষা। এবারে কিন্তু রাহুল গান্ধিকে রক্ষা করতে নিজেকে ঢাল হিসাবে উপস্থিত করলেন প্রিয়াক্ষা। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যারা আজকে রাহুল গান্ধিকে নিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিয়েছেন তাদের মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে রাহুল গান্ধি একজন শহিদ পরিবারের পুত্র। তাঁকে গদ্দার বলা অধিকার কারো নেই। তাঁর পিতা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতার মৃতদেহ তেরোটা জাতীয় পতাকায় মোড়া শোক পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একজন শহিদ পুত্রকে কি গদ্দার, বিশ্বাসঘাতক বা মিরজাফর বলা যায়। যে গান্ধি পরিবারতন্ত্রকে বিদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি দল। আজকে সেই পরিবারতন্ত্রকে সামনে রেখে তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করে দিলেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। তিনি বলেছেন আজকে যারা রাহুলকে লক্ষ্য করে যা নিয় তাই বলতে শুরু করেছেন তাহলে সেটা কি সেই পরিবারের তিতিক্ষার দিকটা বিবেচনা করবেন

না। শহিদপুত্রকে কি এই সব কথা বলা যেতে পারে।

প্রিয়াক্ষা গান্ধি এবারে আন্দোলনের হাল ধরতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে রাহুল গান্ধিকে নরম পেয়ে সবাই যা ইচ্ছা তাই বলতে শুরু করে দিয়েছে। শাসক দলের নেতারাও কুকথা বলছে। এবারে কিন্তু তার পাশ্টা দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। বিজেপি দলের রাজ্য সভার সাংসদ স্মৃাংশ ত্রিবেদী অবশ্য দাবি করেছেন যে রাহুল গান্ধি পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে কূটিক্তি করেছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আদালত। যারা এই রায়ের বিরুদ্ধে সরব তারা ওবিসিকে খাটো করতে চাইছে। বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নড্ডা বলেছেন, ওরা চোর বলে জাত তুলে কান দেওয়া হল। ২০১৯ সালে সুরাতের একটি নিম্ন আদালতে মামলা এটি। সেটিকে এতদিন পড়ে চাক্ষা করা হল। দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে রাহুল গান্ধিকে। যার ফলে তাঁর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। এবারে রাহুল গান্ধিকে রক্ষা করতে মজদানে উপস্থিত হয়েছেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। তিনি যেভাবে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে যথেষ্ট সাড়া পেতে শুরু করেছে কংগ্রেস দল। বিজেপি এখন ওবিসি মর্যাদা হানি ছাড়া আর কোনও রকম রাহুল বিরোধী বক্তব্য রাখতে পারছে না। এদিকে রাহুল গান্ধি বলেছেন তাঁর সংগ্রাম চলতে থাকবে। তিনি কোনও রকমভাবে থামবেন না। তিনি কিন্তু আদানি কাণ্ড নিয়ে সোচার হবেন। সংসদে আদানি কাণ্ড নিয়ে কোনও কথা বললে তা আন্তর্জাতিক খবরে পরিণত হয় সেই কারণে তাঁর সাংসদ দাবি সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হল যাতে সংসদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে আদানি কাণ্ড নিয়ে কোনও রকম বক্তব্য রাখতে না পারেন রাহুল। এটাই হল মূল লক্ষ্য। আদানি কাণ্ডকে একেবারে থামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনেকারে রাহুল গান্ধি। বারবার বেলেের নাগরিকদের চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়েছে। রাহুল গান্ধি বিলাতে গিয়ে দেশের গণতন্ত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সাংসদে কথা বলার কোনও সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়নি। স্পিকার ওম প্রকাশ পর্যন্ত তাঁকে সংসদে কথা বলার সময় ধার্য করতে পারেননি। কিন্তু বারবার তাঁকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করা শুরু হয়েছিল। তাকে দেশদ্রোহী আখ্যায়্য ভূষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বিজেপি দলের নেতারা। ললিত মোদি বা নির্বান মোদিকে অপরাধী বলাটার মধ্যে কোনও অন্যান্য রয়েছে বলে মনে করে দেশ? এই সব মোদিদের বিরুদ্ধে সিবিআই এবং ইডি কেন তদন্ত করছে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করতে সুদূর বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দারা। এবারে বিজেপি বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে উপস্থিত হয়েছেন প্রিয়াক্ষা গান্ধি। তিনি এখন দলের হয়ে রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। মহাভারতের পরিবারতন্ত্রকে টেনে এগিয়ে এসেছিলেন রাম এবং পাণ্ডবেরা। ললিত কি ধরে নিতে হবে তারা পরিবারবাদী। যে হেতু আমার পরিবারে লোকেরা চরম ত্যাগ স্বীকার কর সত্ত্বেও আজকে তাদেরকে চরম হেনস্থা করতে হচ্ছে। নাম না করে মোদিকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী প্রিয়াক্ষা। তিনি বলেছেন আজ থেকে ৬২ বছর আগে তাঁর বাবার শরীর তেরদ্বায় মোড়া ছিল। সেই সেনা ট্রাকের পিছনে ইটছিলেন রাহুল। অথ সেই শহিদ সাংসদকে আজকে অপমানিত করা হচ্ছে। শহিদের ছেলেকে মিরজাফর বলা হচ্ছে। আমার মাকেও অপমান

করা হয়েছে। আমাদের পরিবার নিয়ে বহু আপত্তিজনক মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা চূপ করে থেকে গিয়েছি। বারবার অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করেছেন। রাহুল বলেছে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত রাগ নেই প্রধানমন্ত্রীর ওপরে। আর এখানেই বিজেপি দলের সঙ্গে কংগ্রেস দলের পার্থক্য। তার কারণ কংগ্রেস মতাদর্শে কোনও ঘৃনা বা বিদ্বেষের স্থান নেই। প্রিয়াক্ষা বেশ জোরে সঙ্গে বলেন আমাকে জলে বন্দি করতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন ভীক এবং উদ্ধত পুঙ্খ। সব সময়ে সবাইকে শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। সারা দেশকে জেলখানায় পরিণত করা চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী। পুলিশ আর কারাগার এই নিয়ে মেতে রয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। তারা সবার দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিজেপি দলের একজন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাহুল নাকি জামেন না তাঁর বাবার নাম কি। সেই মুখ্যমন্ত্রী কোনও সাজা আজ পর্যন্ত হয়নি। কংগ্রেস এবারে প্রিয়াক্ষা গান্ধিকে মোদির বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামিয়ে দিয়েছেন। এটাই কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ছিল। মহিলা নেত্রী দিয়ে মোদিকে রাজনৈতিকভাবে জব্দ করতে হবে। নাহলে কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ এবং রাহুল গান্ধির প্রতি আক্রমণকে থামবে না। সেই কারণে প্রিয়াক্ষা গান্ধি আপাতত লড়াইয়ের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাহুল গান্ধি সাংসদ পদ ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর বিজেপি বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। এদিকে সিপিএম দল কংগ্রেসের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছে। আম আদমি দলও কংগ্রেসকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। রাহুল গান্ধি কেরলের ওয়েনাড়ে সাংসদ। সেখানে উপনির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাহুলকে আবার নতুন করে প্রার্থী হয়ে উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এদিকে রাহুল গান্ধি যদি আবার সংসদে উপস্থিত হত তাহলে কিন্তু আদানি কাণ্ড নিয়ে যে বক্তব্য রয়েছে তা থামবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ময়নায় বোমাবাজি

দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৭ মার্চ : পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তণ্ড হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাকচা এলাকা। ফের সেখানে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ। রবিবার বিকেলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এরপর দু’পক্ষই রামেলায় জড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঘটনার রেশ এরপরও কাটেনি। অভিযোগ, সোমবার ভোর থেকে নতুন করে এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বাকচা গোডামাল এলাকার বিজেপির কর্মীদের বাড়ির লক্ষ্য করে চলে বোমা মারা হয় বলে অভিযোগ করে বিজেপা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিজেপি কর্মীর বাড়ির ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও দাবি করেন বিজেপি কর্মীরা। ফলত, ধমকামে রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি,ওই এলাকায় বিজেপি নতুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে বোমা-গুলির লড়াই চলছে। ক্ষমতা দখলের জন্যই এই ঘটনা। বিজেপির লোকজন নিজেরা নিজেরাই গুলগোল করছে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বলেন, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পরাজিত হয়েছে ময়না এলাকায়। সেই জ্বালার জন্যই এই এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করছে। বাউঘর ভেঙে দিশেছে বিজেপি কর্মীদের। রোজদিন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। কানেকের দলীয় কর্মসূচিতে ওরা আমাদের ফেস্টুন, ব্যানার ছিড়ে দেয়। কর্মীদের মারধর করেন। অপরদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলেন যে, সম্পূর্ণটাই বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। ওখানে তাঁদের কোনও লোকই নেই। গুলগোল কারা করবেন বলেও প্রশ্ন উঠেছে।

শুরু বাসন্তী পূজা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ : ষষ্ঠী থেকেই জাঁকজমকভােই শুরু হলো পুরাতন মালদার ভারত সেবাশ্রম সংঘের বাসন্তী পূজার উৎসব। যদিও এর মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে রামানবমীর দিন বৃহস্পতিবার। তার আগেই পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সোমবার বাসন্তী পূজার উৎসবকে ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা ছিল ভক্তদের মধ্যে। এদিন সকালে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গন থেকে কাঁচা শোভাযাত্রা করে করা হয়। ঢাকঢোল, কাসর, ঘণ্টা বাজিয়ে কয়েকশো ভক্তেরা গোটা শহর শোভাযাত্রা নিয়ে পরিক্রমা করে। ভারত সেবাশ্রমের পরম শ্রী গুরুদেবের হবিও এদিন রাখা হয় এই শোভাযাত্রায়। আগামী চার দিন ধরে জাঁকজমক ভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘে বাসন্তী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তবে রামনবমীর দিন এই উৎসবকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উদ্দীপনা চরম আকার ধারণ করে ভারত সেবাশ্রমে রামনবমীর দিন বিশাল একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। তার সঙ্গে ভক্তদের বিচুড়ি প্রসাদ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এদিন ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে সংশ্লিষ্ট আশ্রমে। চার দিন ধরে চলবে বাসন্তী পূজার উৎসব। তবে রামনবমীর দিন এই পূজো উপলক্ষে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ভক্তেরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে আসেন। ভক্তদের মধ্যে এদিন বিচুড়ি বিলির প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও কয়েকশো দুঃস্থ মানুষদের নতুন বস্ত্র দিয়েও সাহায্য করা হয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে।

ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বাঁকুড়ায়

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ মার্চ : রবিবারসীয়া বিকেলে আকাশ থেকে প্রায় কুলে পড়া কালো মেঘ আর ঝেড়ো হাওয়া মনে তাপদাহের হাত থেকে বাঁচতে নেই। বৃষ্টিকে ডেকেছিলেন। ঘটনা থাকনের সেই ব্যাপক ঝড় আর শিলাবৃষ্টি সাময়িকভাবে লালমাটির জেলাকে স্তম্ভিত দিয়েছে ঠিকই, একই সঙ্গে রীতিমতো ধ্বংসচিহ্ন বাঁকুড়ার কোঁতুলপুর ব্লক এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিস্ত্রা। বিধার পর বিধা জমির ধান শুইয়ে পড়েছে জমিতেই। সঙ্গে ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। এই অবস্থায় প্রায় দিন আনা খাওয়া পরিবারগুলি কার্যত দিশেহারা। সোমবার সকালে কোতুলপুরের লক্ষণহাটির দাস পাড়া গ্রাম যেন আত্ম একটা ধ্বংসস্থল। হুঁত উঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে অ্যাসবেস্টের হাউসির টুকরো। এক ঘটনার শিলাবৃষ্টি কার্যত সব তখনছ করে দিলে গিয়েছে। মাথা পোঁজার জন্য টুকুও আন্ত নেই। আশবেস্টেরের ডাঙা ঢালায় পরিমিথান দিয়ে ঢেকে রাখার আশ্রাণ চেষ্টা করছিলেন মমতা রুইদাস। বলছিলেন, সবই ভাগ্যের দোষ। বছরের পর বছর বিধাতা এভাবেই আমাদের ধনে প্রাণে মেরে যায়। দাসপাড়ার ততেই উঁথোচ হাল খাঁটিপাড়া, ডিঙ্গল, আমদোহা মৌজায়। কানবেশি সর্বত্রই ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা জানিয়েছেন, মাত্র ঘণ্টা খানেকের তুমুল ঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে সব তখনছ করে দিয়ে গেবা। বস্ত্রও, মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। ফলতও হয়েছিল আশাতীতা।
বিশৃঞ্জিৎ মহন্ত বলছিলেন, এবারের ফলনটা বেশ ভালো হয়েছিল।

উদয়ন গুহকে তীব্র কটাক্ষ মহম্মদ সেলিমের

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ : নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কক্কালসায় দশা রাজের। বঙ্গের বিভিন্ন দলের নেতা-মন্ত্রীরা ধীরে ধীরে মুখ খুলছেন এই প্রসঙ্গে। যা নিয়ে ক্রমেই চড়ছে পারদ। এই পরিস্থিতিতেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিতর্কের শিরোনামে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দুর্দিন আগেই তার বাবা মৃত কমল গুহকে কাটগড়ায় তুলেছিলেন উদয়ন। যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড়। এদিন এই নিয়েই মন্তব্য করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে উদয়ন গুহর মন্তব্য প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেন, মৃত বাবার পিতৃ দান করে শুনেছি, কিন্তু একজন ছেলে হয়ে পিতৃঋণ শোধ করার বদলে কোনও ছেলে যে পিত্তি চটকাতে পারে, এটা তৃণমূলে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন উদয়ন গুহ। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তোলপাড় রাজ্য। বিগত কিছুমাস ধরে শিক্ষক কেলেক্কারিতে একের পর এক তৃণমূল নেতামন্ত্রীর নাম জড়ানোর যথেষ্টই অস্বস্তিতে শাসকদল। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষের মতো নেতারাও বর্তমানে হিডির জিম্মায়। অন্যদিকে, দুর্নীতি ইস্যুতে দলের ওপরে ওটা অভিযোগ সরিয়ে পাষ্টা। বাম জমানায় নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

পাখির প্রাণ বাঁচালেন বিডিও



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ : ঘূড়ির সুতোয় আটকে থাকা পরিযায়ী পাখির প্রাণ বাঁচালেন গাজলের বিডিও উষ্মতা মুক্তনা। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন বিভিন্নের বাংলোর কাছে। স্থানীয় সুদে জ্ঞাতা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও উষ্মতা মুক্তনোর বাংলোর কাছেই ঘূড়ির সুতো এবং গাছের সঙ্গে আটকে থাকা একটি পরিযায়ী পাখি দীর্ঘক্ষণ ধরে ছটফট করছিল। অনেক রকম ভাবে সেই পাখিটিকে ঘূড়ির সুতোর আটকানো জাল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু কোনরকম ভাবেই তা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। গাজালের বিডিও উষ্মতা মুক্তনোর ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি ব্লক অফিস চত্বরে পৌঁছান বনদপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘক্ষন চেষ্টার পর অবশেষে ওই পরিযায়ী পাখিটিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। বিডিওর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার আশোপাশের সাধারণ মানুষ। বনদপ্তরে এক কর্মী জানিয়েছেন, ঘূড়ির সুতোর সঙ্গে পেঁচিয়ে গিয়েছিল ওই পরিযায়ী পাখিটা। এই ধরনের পাখি গাজালের আশ্রিনা ফরেস্টেই মূলত প্রজনন ঘটাতে আসে। তবে এদিনের ওই পাখিটিকে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। তারপরে সেটিকে পরীক্ষার পর ছেড়ে দেওয়া হয় আদিনা ফরেস্টে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ জনতার

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : ৭ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের তানুনাগর এলাকার রাস্তা। একাধিকবার রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি। সোমবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসীরা। গত ৭ বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার মধ্যে বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার সময় রাস্তায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। এদিকে এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করে। এরফলে সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। প্রায়শই ছোট বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও রাস্তা মেরামত হয়নি। ভোটের আগে রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও অবধি কোন কাজ হয়নি। এই কারণে আজ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এদিকে শীঘ্রই রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে। কিছুদিন আগেই মেয়র গৌতম দেব রাস্তাটির কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। খুব শীঘ্রই সেই রাস্তাটির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে সোমবার দুপুর ১ টা নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল পুরনিগমের বোর্ড মিটিং। এই মিটিংয়ে শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে মোশন আনেন বিরোধীরা। এর জবাবে মেয়র গৌতম দেব বলেন, যানজট সমস্যা মোকাবিলায় ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুরোনো সরকারের অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা শহরের ফল এই পরিস্থিতি। যানজট মোকাবিলায় বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে, পার্কিং তৈরি হবে। সময়ের সাথে সাথে সমস্যার সমাধান করা হবে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়ন পৌছে গেছে বলে দাবি করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়িয়ালটারি এলাকার চিত্রটা একটু ভিন্ন। গাড়িয়ালটারির সিং পাড়ায় প্রায় ২৫-৩০টি পরিবারের মানুষ বসবাস করে। এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ যেমন পৌঁছাননি তেমনি রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। তাই বাধ্য হয়ে রবিবার সন্ধ্যায় গাড়িয়ালটারির সিং পাড়া এলাকার শতাব্দি মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বাঁকুড়ায়



ডেবেইখলাম, সংসারে স্বচ্ছলতা এলো। কিন্তু সব তো শেষ করে দিল প্রকৃতি। ফলে খাবে কি, দেনা শোধ করবে কীভাবে, মাথার আচ্ছাদনেরাই বা ব্যবস্থা কীভাবে হবে- ভেবে কুল খুঁজে পাচ্ছেন না চাষিরা। গ্রামজুড়ে রীতিমতো কান্নার রোল। বাসিন্দারা বলছেন, সরকারি সহায়তা না পেলে বেঁচে থাকই দুর্কহ। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অদ্ভাঙ্গ করে ইতিমধ্যে কোতুলপুর ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখছেন স্থানীয় সহ কৃষি অধিকর্তা মনোজিৎ মণ্ডল। পর্যাণ্ড আশ্বাসও দিয়েছেন। তবে সরকারি আশ্বাস গ্রামবাসীদের ফলকে কতখানি প্রলেপ দিল, সময়েই মিলবে তার সদুত্তর। এলাকা পরিদর্শনে আসা কৃষি আধিকারিক বলেন, এখন মাঠে বোরো ধানের চাষ হচ্ছে। এই এলাকায় বোরো ধানের চাষ বেশি হয়। শিলাবৃষ্টির জেরে ফসলের খুব ক্ষতি হয়েছে। আমরা কৃষি দফতরের আধিকারিক।সকাল থেকেই এলাকা পরিদর্শন করছি। তারপর কতটা ক্ষতি হয়েছে খতিয়ে দেখব। তার উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান জমা দেব।



করেছিলেন। এমনকি উদয়ন গুহর মন্তব্যের বিরোধিতা শোনা গিয়েছে রাজ্যের পূর্ব ও নগরায়োময়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলাতেও। তারপর যথেষ্ট কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

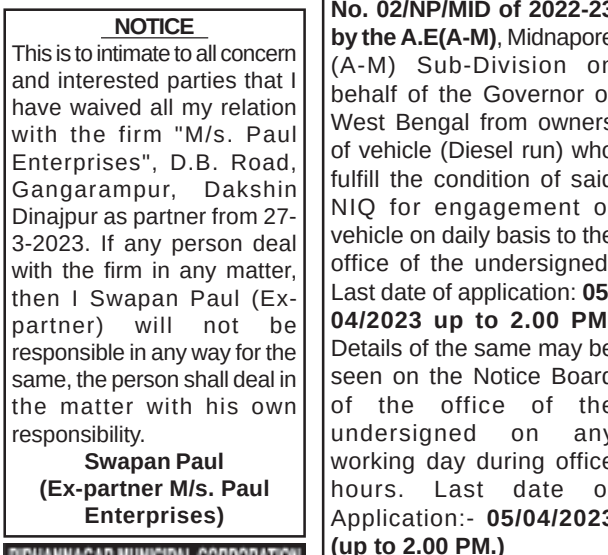
মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তার বিস্ফোরক দাবি, বাম আমলে দলের কোণায় চাকরি হতো। শরিক দলের সুপারিশেও বহু চাকরি হয়েছে। তিনি বলেন, বাম আমলে আমি ফরওয়ার্ড ব্লক করতাম। বলতে বাধা নেই। চাকরি ভাগ হতা বড় অংশ পেত সিপিএম। কারণ তারা বড় পাটি। জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাটি হিসেবে পরের অংশ পেত ফরওয়ার্ড ব্লক। বাকি সামান্য অংশ আরএসপি, সিপিআইয়ের জন্য ভাগ হতো। সেই কোটা অনুযায়ী যাদের নাম থাকত, তারাই চাকরি পেতেন। যোগ্যতা দেখা হত না। এরপরই এই প্রসঙ্গে তার বাবার নাম টেনে আনেন উদয়ন। জোর গলায় বলেন, বাম আমলে তার বাবাও বহু মানুষকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। তার কথায়, আমার বাবা যখন বাম আমলে মন্ত্রী ছিলেন, তখন অনেক দপ্তরে নিয়োগ করেছিলেন। আগেও চাকরি দেওয়ার কাজ হতো, পরেও হবে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা তথা বর্তমান দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহর বাবা বাম আমলে কৃষি মন্ত্রী ছিলেন। উল্লেখ্য, উদয়ন গুহ নিজের প্রয়াত পিতা কমল গুহ সম্পর্কে মন্তব্য করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে একের পর এক টিপ্পনী পেয়ে আসছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উদয়ন গুহর মন্তব্য করার পর রবিবার নিজের জেলা নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করেছিলেন।

অভিযোগ না তোলায় বাড়িতে বোমাবাজি

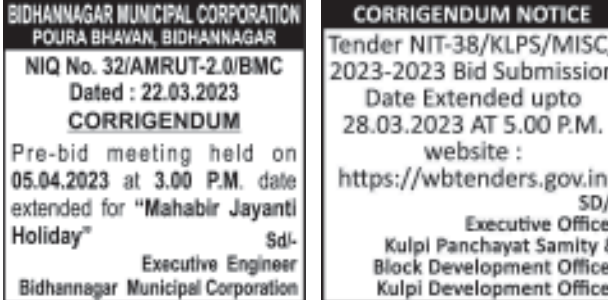
দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ : অপহরণ করে এক মাধ্যমিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। থানা থেকে সেই অভিযোগ তুলতে অস্বীকার করায় নির্যাতিতা বাড়িতে বোমা মেরে প্রাণে মারার চেষ্টা করল অভিযুক্তরা। রবিবার গভীর রাতে এমন ঘটনা ঘটেছে মালদা জেলার মানিকচকের ভুতনী থানা এলাকায়। অভিযুক্ত একটি দীপক মন্ডল ও তাঁর দলবল এলাকার গ্রাম হ্রাসহে পরিচিত। ঘটনার অভিযোগ পেয়েও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি ভুতনী থানার পুলিশ অভিযোগ এমনই। ২০২২সালে সেপ্টেম্বর মাসে মাধ্যমিক ছাত্রীকে মানিকচকের ভুতনী থানার গোবর্ধন টোলা এলাকার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় এলাকার দুগ্মতি দীপক মন্ডল ও তার দলবল। দুর্দিন ধরে তার উপর নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। দিনমজুরের পরিবার সেই দিন কাজের সূত্রে বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে এই কাণ্ড চাটায় দুগ্মতিরা। পরের দিন মেয়েকে না পেয়ে ভুতনী থানাতে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু দুগ্মতি দুর্দিন ধরে ছাত্রীকে নির্যাতন করে বাড়িতে ফেলে যায়। ছাত্রীর বয়ান শুনে পরিবার ভুতনী থানায় অপরহণ করে ধর্ষণের অভিযোগ জানায়। তবুও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় নি বলে অভিযোগ। বরং অভিযুক্তরা অভিযোগ তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। অভিযোগ না তুললে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। নির্যাতিতার পরিবারকে এমনই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নির্যাতিতা পরিবার সেই অভিযোগও ভুতনী থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছে। দারস্থ হয়েছে জেলা পুলিশ সুপারের। কিন্তু অভিযুক্তরা এখনও অধরা। রবিবার রাতে অভিযুক্তরা আবার নির্যাতিতার বাড়িতে বোমা ছুঁড়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা পরিবার অভিযুক্তদের শাস্তির দাবী নিয়ে আবার ভুতনী থানাতে লিখিত অভিযোগ করেছেন।



N.I.Q. No.-02/NP/MID of A.E.(A-M), Midnapore (A-M) Sub-Division
Sealed Quotationers are hereby invited against **NIQ No. 02/NP/MID of 2022-23 by the A.E.(A-M), Midnapore (A-M)** Sub-Division on behalf of the Governor of West Bengal from owners of vehicle (Diesel) nor will fulfill the condition of said NIQ for engagemnet of vehicle on daily basis to the office of the undersigned. Last date of application: **05/ 04/2023 up to 2.00 PM.** Details of the same may be seen on the Notice Board of the office of the undersigned on any working day during office hours. Last date of Application:- **05/04/2023 (up to 2.00 PM.)**
Sd/- Assistant Engineer (A-M), Midnapore (A-M) Sub Division, P.O.-Abash, Dist.-Paschim Medinipur

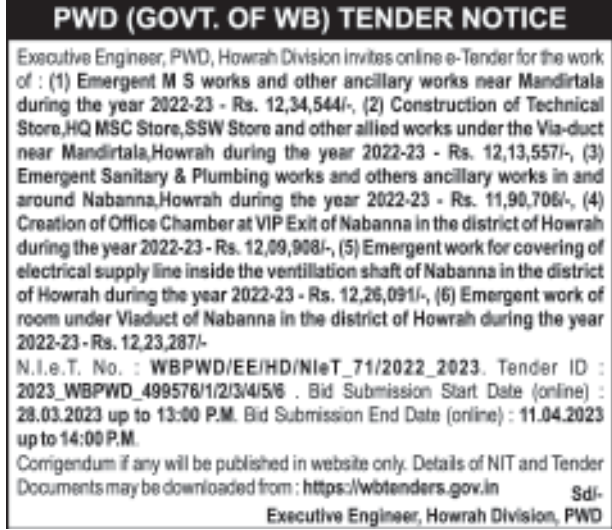


NOTICE
This is to intimate to all concern and interested parties that I have waived all my relation with the firm "M/s. Paul Enterprises", D.B. Road, Gangarampur, Dakshin Dinaajpur as partner from 27-3-2023. If any person deal with the firm in any matter, then I Swapan Paul (Ex-partner) will not be responsible in any way for the same, the person shall deal in the matter with his own responsibility.
Swapan Paul (Ex-partner M/s. Paul Enterprises)



গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ অমর্ত্যর

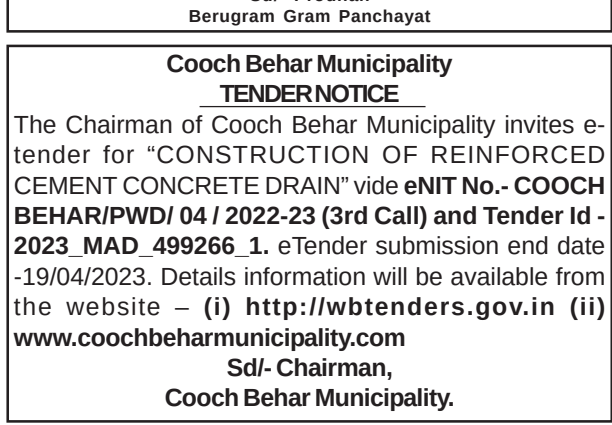
দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ মার্চ : ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশেষ থেকে ই-মেল মারফৎ চিঠি লিখলেন অমর্ত্য সেন। এই সময় নোবেলজয়ী বিশেষে অবস্থান করবেন। মোদি সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক ঘটনার প্রতিবাদে ভারতের সংসদ ভবনে যখন উত্তাল, তখন বিশ্বভারতীর এক অধ্যাপকের কাছে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, এটা কি সত্য যে বিরোধী দলনেতা সংসদে কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারবেন না? অমর্ত্য সেন প্রশ্ন করে জানতে চান, একজন মাইনর জুডিসিয়াল অফিসার উচ্চতম বিরোধী দলনেতাকে বিতাড়িত করতে পারেন? কোথায় ভারতের গণতন্ত্র এসে পৌঁছেছে? সূদীপ ভট্টাচার্য জানান, নোবেলজয়ী বিদেশে ব্যস্ত। তবুও দেশের কাজ তাকে চিন্তিত করে। তিনি সোমবার এক ই-মেলের মাধ্যমে জানতে চান, রাহুল গান্ধীর সংগদ পদ যেভাবে খারিজ করা হয়েছে, সেটা কত দূর সত্য? উত্তরে বলি, এরকম ঘটনা বিশ্বাস করা শক্ত। গোটা দেশে এই কায়ম হয়েছে।



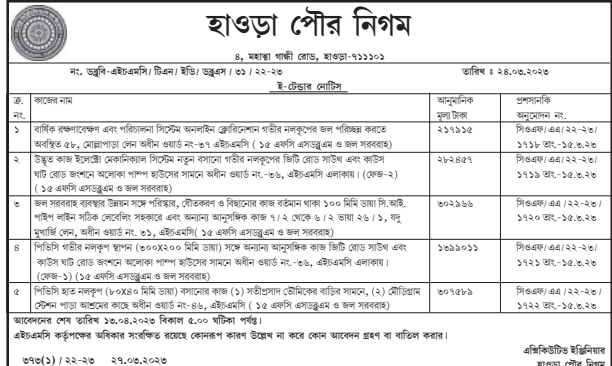
OFFICE OF THE FRERESGANJ GRAMPANCHAYAT
Freresganj, P.O. Freresganj, P.S. - FRERESGANJ COASTAL, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-095/ FGP/2023, Date:-27/03/2023
Notice Inviting e-Tender No.:-18/(2022-23), Date:-27/03/2023
Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-q-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVFC Unit-21 (22-22) & (22-23). Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): **27/03/2023 at 9:00 AM.** Both Technical and financial bid submission starting date (online): **27/03/2023 at 10.30 AM.** Both Technical and financial bid submission closing date(online): **30/03/ 2023 at 02:30 PM.** Date of opening of technical Proposals (Online): **05/ 04/2023 at 02:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Freresganj Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-
15/BGP/15THFC(UNTIED)/2022-23, Dated-27/03/2023.
The Prodhnan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for total 7(Seven)Nos. similar works. At different places. Source of Fund: 15 th FC (untied). Document download/sale date from **27/03/2023 from 17.00 hrs. up to 03/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid submission starting from **27/03/2023 from 17.00 hrs. up to 03/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid Opening Date **06/04/2023 at 11.00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhnan
Berugram Gram Panchayat

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender No:-
16/BGP/15THFC(TIED)/2022-23, Dated-27/03/2023.
The Prodhnan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of Construction of Concrete drain with cover from Banshi Ghosh House towards Thakur Pukur at Amral. Source of Fund: 15 th FC(Tied). Document download/sale date from **27/03/2023 from 17.00 hrs. up to 03/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid submission starting from **27/03/2023 from 17.00 hrs. up to 03/04/2023 upto 17.00 hrs.** Bid Opening Date **06/ 04/2023 at 11.00 Hrs.** For details please contact at GP office and visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhnan
Berugram Gram Panchayat



CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL. & P.O. - CHATUMADA, P.S.- HURA, DIST.- PURULIA
CHATUMADAR GRAMPANCHAYAT
NOTICE FOR INVITING TENDER
1. E-Tenders are invited by the undersigned for the following Construction works (S/N). Credential of similar type of works for 04(nos). Of schemes (WB/CIP/PS/07-2022-23, 2nd call) to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat.
1. Date of uploading of NIT/Tender Documents (online) 25.03.2023 up to 6 pm (Publishing date)
2. Document download start date (online) 25.03.2023 from 6 pm
3. Document upload closing date (online) 04.04.2023 up to 05-00 pm
4. Both Technical and financial bid submission starting date (online) 25.03.2023 from 6 pm
5. Both Technical and Financial bid submission closing date (online) 04.04.2023 up to 05-00 pm
6. Date of opening of Technical Proposals (online) 05.04.2023 from 11-00 am
7. Date of uploading of list of Technically qualified bidders (online) After the Technical Evaluation by the Tender Committee.
Sd/-Pradhan
Chatumadar Gram Panchayat



হাওড়া পৌর নিগম
৪, মাহারা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১০১০
ফোন : ০৩৩ ২৬৪৩-৩১১১/ ২১/ ১৩, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৬৪১ ৩৮৩০, পেন্‌সন-www.hmcgov.in
সম্বন্ধিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংলগ্নপত্র প্রকাশিত করা
নং. জঙ্কি-৪৯৮/৩/চিএন/৪/উ/ইউ/২০২২-২০২৩ তারিখ : ২৩.০৩.২০২৩
একিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক্সেসেসি সফটার অফিস করবেন ২ (দুইটি সিডি) কাজের জন্য এক্সেসেসি এলাকার। অফিসি টেন্ডারের নম্বরে সাধে জমা করতে হবে পান কাগ, ট্রেসার লাইসেন্স, সফটারজেরা শালাগর ও যান ট ড্রে ডিগ্রাফি শালাগর ও রিটিন (লাইট ডেমোনি), নিউসিটিন, যাইটিসিটি ও শালাগর।
নম্বরে জমা (অনলাইন) স্বাক্ষর তারিখ : ২৩.০৩.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা থেকে।
নম্বরে জমা (অনলাইন) স্বাক্ষর তারিখ : ১০.০৪.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
সফটার পেন্‌সন : <https://wbtenders.gov.in>
৩৩৬(৩) /১২-২৩ ২৭.০৩.২০২৩
একিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হাওড়া পৌর নিগম



বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,বাংলাদেশ ২৬ মার্চঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের ৫৩তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর ধানমন্ডি ৬২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।দলীয় নেতৃত্বদকে সাথে নিয়ে আগামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পরে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে কিছু সময় কাটান বলে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জানান।এর আগে, প্রধানমন্ত্রী ৫৩তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ রবিবার সকালে রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।দলীয় নেতৃত্বদকে সাথে নিয়ে আগামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পরে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে কিছু সময় কাটান বলে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জানান।এর আগে, প্রধানমন্ত্রী ৫৩তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ রবিবার সকালে রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।দলীয় নেতৃত্বদকে সাথে নিয়ে আগামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পরে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে কিছু সময় কাটান বলে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জানান।এর আগে, প্রধানমন্ত্রী ৫৩তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ রবিবার সকালে রাজধানীর উপকণ্ঠে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।দলীয় নেতৃত্বদকে সাথে নিয়ে আগামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।পরে তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে কিছু সময় কাটান বলে প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত

তৃতীয় লিঙ্গের এক ব্যক্তির হাত ধরে বাংলার এক নতুন গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হল

মুম্বাই,২৭ মার্চঃ বাংলাদেশ

মুম্বাই,২৭ মার্চ : বাংলার অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে।অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে পুরুষ এবং মহিলা নির্বিশেষে অনেকেই। কিন্তু এবার বাংলার ইতিহাসে আরও এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হলো। পুরুষ বা মহিলা নয় তৃতীয় লিঙ্গের একজন ব্যক্তির হাত ধরে। তার জীবনের কাহিনী নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা। মুক্তি পেল যে সিনেমার ট্রেলার। উপস্থিত থাকলেন বলিউডের স্নানামধনা ব্যক্তিত্বরা। কে সেই তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি? কেনই বা তার জীবনের উপর সিনেমা তৈরি হচ্ছে? তার সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে বাংলার? জানতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ৬৫ বছর। ১৯৮৮ সালে কলকাতা সংলগ্ন এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নেন পলাশ। তার জন্মের পরেই বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেন তাদের সন্তান তথাকথিত আর পাঁচ জনের মত নয়। না সে ছেলে না সে মেয়ে। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য আজ থেকে ৬৫ বছর আগে সমাজ ব্যবস্থা ছিল আগো ভয়ংকর। তাইও যে আমাদের মতই একজন মানুষ। তাদেরও যে সমাজের মূলধোঁতে জীবন ধারণার অধিকারের রয়েছে সেই ধারণা তৎকালীন অতি শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও ছিল না। সাথে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল খুইই খারাপ। এক বেলা খাওয়ার জটলে আরেক বেলা জুটেনো না। ছোট

বেলা আবর্জনা কুড়িয়ে,প্লাস্টিক বিক্রি করে নিজের খাওয়ার যোগাড় করতে পলাশ। গ্রামে ছিল না বিদ্যুৎ সংযোগ। পলাশের বাড়ির লোক তার প্রকৃত পরিচয় বাইরে বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু বড়

পূজা। পরবর্তীতে লোকাল ট্রেনে উঠে গান গেয়ে ভিক্ষা করা শুরু করে সে। কিন্তু লোকাল ট্রেনের আর পাঁচ জন থেকে পূজা ছিল আলাদা। তার রূপ এবং তার সাজপোশাক সহজেই ট্রেনের



হওয়ার সাথে সাথেই দুর্বিষহ হতে থাকে পলাশের জীবন। শারীরিক ভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় তাকে বারবার। এক সময় অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে বাড়ি থেকে পাালিয়ে যাই মুম্বাই। কথাতে বলে গালিজা নগরী মুম্বাই হল স্বপ্ন পূরণের শহর। সেখানে গিয়েই পলাশের জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করে। মুম্বাইতে বৃহন্নলাদের সংগঠনে নাম লেখায় সে। তার মধ্যে অসাধারণ শিল্পস্বভা ছিল। নাচ এবং গান দুয়েই পারদর্শী ছিল পলাশ। বৃহন্নলাদের সংগঠন তার নাম দেয় পূজা শর্মা।পলাশ থেকে পূজা হয়ে শুরু হয় তার নতুন জীবন। প্রথমে রেলের সিগনালে ভিক্ষা করতে শুরু করে

যাত্রীদের নজর কাড়ে। সে এমন ভাবে শাডি এবং গয়নায় সুসজ্জিত হয়ে ট্রেনে উঠতো সে যে ভিক্ষা করতে উঠেছে তা কেউ বুঝতে পারত না। গান গেয়ে বদলে এক টাকা করে নিত পূজা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেনে অতি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে পূজা। শাডি এবং গয়নায় তার রূপ দেখে ট্রেনের যাত্রীরা তার মধ্যে রেখার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।পূজা শর্মা মুম্বাই লোকালের রেখা হয়ে ওঠে। সকলের কাছে সে পরিচিত হয় পূজা মা নামে। তারপরে হঠাৎ করে একদিন তার গান ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর ফিরে তাকাতে হয়নি পূজাকে।এই মুহূর্তে সে একজন সফল সোশাল

মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ইস্টাগ্রামে লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে তার। এবার তার জীবন নিয়েই তৈরী হচ্ছে ছবি। যে ছবির নাম ৭.৪০ ki ladies special।এই ছবির কাহিনী লিখেছেন স্বপ্না বাসোয়া এবং বীরেন বাসোয়া। নির্দেশনা করছেন মহেশ ভাট এবং সন্দীপ কাপুর। তাদের উপস্থিতিতেই মুক্তি পেলো ছবির ট্রেলার। এই ছবি বক্স অফিসে ব্যাপক সারা ফেলবে এমনটাই আশা করছেন ছবির নির্মাতারা। মহেশ ভাট বলেন, পূজা শর্মার জীবন কাহিনী সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি এই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে গর্ববোধ করছি। আশা করছি সারা দেশে এই ছবি সাদা ফেলে দেবে। কলকাতা থেকে এসে মুম্বাই তে পূজার যে এই লড়াই। সমস্ত প্রতিকূলতাকে হার মানানো। তা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে। পূজা শর্মা বলেন, তগবান আমাদের এই ভাবেরই বানিয়েছে। এতে আমাদের কাঠে হাত নেই। আমি এটাই বলব মানুষ যাতে আমাদের এই ভাবেই গ্রহণ করে। আজ আমার কাছে খুব আশ্বাসের দিন। বঙ্গবন্ধু আজ সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের মানসিকতা এখনো বদলায়নি সম্পূর্ণরূপে। পূজা মায়ের জীবন কাহিনী তা প্রমাণ করে দিচ্ছে। তবে তার এই লড়াই যে সমাজের অন্যান্য তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা যোগাবে তা বলাই বাহুল্য।

মেটেলিতে বিরশা মুন্ডার মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ আদিবাসী সম্প্রদায়ের

মেটেলি, ২৭ মার্চ : জলপাইগুড়ির মেটেলি বাজারের ইনডং মোর এলাকায় রাতের অন্ধকারে ভেঙে

মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার ভোরে ইনডং মোরে থাকা বির বিরশা মুন্ডার মূর্তি ভাঙ্গা



ফেলা হল বীর বিরশা মুন্ডার মূর্তি। বিরশা মুন্ডার মূর্তি ভাঙার ঘটনায় সোমবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল হন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। টানা তিন ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় অবরোধ। অবিলম্বে মূর্তি ভাঙার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের

অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সংলগ্ন চা বাগান থেকে বহু দাবি দাবির ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসনকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ঘটনায় দোষীদের প্রকৃততার, ইনডং মোড়ে সিঙ্গিটিচি কামেরা বসানো, পুলিশ ক্যাম্প বসানো, সরকারি ভাবে দ্রুত নতুন মূর্তি বসানো ও ঘটনার সিআইডি তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

দমকলে নিয়োগে দুর্নীতি, তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা

কলকাতা, ২৭ মার্চ : এবার দমকল বিভাগে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মাস্তা। আগামী মঙ্গলবার মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলাপরিষদের সদস্য টিনা ভৌমিক সাহা স্বাণবাদিক বৈঠক করে দাবি করে, স্কুলে চালির দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছেন তাপস সাহা। এমনকী দমকলে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাপসাবাবু জালিয়াতি করেছেন বলেই

অভিযোগ। একটি অডিও ক্লিপিং টুইট করেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অরুণজ্যোতি তিওয়ারী।সোমবার আইনজীবী রাজাশেখর মাস্তার বারদ্ব হন অরুণজ্যোতি। তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অনুমতি চান। বিজেপি নেতা তথা আইনজীবীর আবেদনে সাড়া দেন বিচারপতি। মামলা দায়েরের আবেদন জানান আবেদনে অনুমতি দেন তিনি। আগামীকাল মঙ্গলবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বারবারই নিজের বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

সেন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে পঁচা ডিম ও শুকনো ভাত!

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও রাঁধুনিকে তালা মেরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

সেন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে পঁচা ডিম

দুরন্ত বার্তা, মালদা,২৭ মার্চ ,অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে পচা ডিম ও অনিয়মিত খাবার দেওয়ার অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও রাঁধুনী কে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রামের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিযোগ উঠেছে ওই কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিনতি দাসের বিরুদ্ধে। বিনতি দাস সংবাদ মাধ্যমের কাছে পচা ডিম দেওয়ার কথাটি সরাসরি অস্বীকার করলেও ওই সেন্টারের রাঁধুনী শুক্লা দাস পচা ডিম দেওয়ার কথাটি স্বীকার করে নিয়েছেন। স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ,ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বরাবরই নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, যা মুখে তেলা যায় না। পচা ও নিম্নমানের খাবার খেয়ে

সেন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে পঁচা ডিম

নিম্নমানের খাবার ও পঁচা আলু দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এবার

শিশুর পাতে দুর্গন্ধযুক্ত পচা ডিম দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সেখ মানা নামে এক অভিভাবক বলেন,এদিন সেন্টার থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পচা ডিম দেওয়া হচ্ছিল, যা মুখে তেলা যায় না। পচা ও নিম্নমানের খাবার খেয়ে

সেন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে পঁচা ডিম

বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বলতে গেলে কোনো কর্নপাত করছেন না



ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মায়েরা গোটা ডিম পাওয়ার কথা থাকলেও তা পাই না। কোন কোন দিন শুধু সাাদা ভাত ও কাঁচা ডিম দেওয়া হয়। এমনকি সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ছুটি রাখা হয় ওই সেন্টার।

কনস্টেবলকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা

ইটানগর, ২৭ মার্চ : কর্তব্যরত পুলিশের এক কনস্টেবলকে গুলি করে মেরে এবং আইআরবিএনএর এক জওয়ানকে আহত করে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার খোনসা জেল থেকে পালিয়ে গেছে দুর্ধর্ষ নাগা জঙ্গি সংগঠন ‘নাগালান্দ সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড ক’ের’ নিকি সুমি গোস্ঠী (এনএসসিএনকে এনএস)র দুই সশস্ত্র ক্যাডার। ফেরার দুই জঙ্গিকে টিটপু কিটনিয়া এবং রকসেন হেমসা লোয়াং বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পলাতক দুই জঙ্গিকে ধরতে চিরঞ্জি তালাশি চালিয়েছে আইআরবিএন, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের দল। আজ সোমবার তিরাপের পুলিশ সুপার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যার দিকে। এনএসসিএনকে (এনএস) নিকি সুমি গোস্ঠীর দুই জঙ্গি খোনসা কারাগারে কর্তব্যরত এক কনস্টেবলকে হত্যা এবং আইআরবিএনএর জনৈক জওয়ানকে গুরুতরভাবে আহত করে পালিয়েছে। নিহত পুলিশের কনস্টেবলকে ওয়াংনিয়ান বসাই বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, আশালসা জওয়ানকে আহত করতে তাঁর হাত থেকে একে ৪৭ রাইফেল ছিনিয়ে ওই দুই জঙ্গি টিটপু কিটনিয়া এবং রকসেন হেমসা লোয়াং পালিয়েছে। পলাতক দুই জঙ্গিকে খেঁজে বের করতে আইআরবিএন, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের দল এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঢুকে তালাশি অভিযান চালিয়েছে, জানান পুলিশ সুপার।

জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের হামলায় মৃত্যু ১

সুরজপুর (ছত্তিশগড়), ২৭ মার্চ : জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের তাণ্ডব। বাঘের হামলায় ছত্তিসগড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত আরও দু’জনা। সোমবার ছত্তিসগড়ের সুরজপুরে বাঘের হামলায় বেঘোরে প্রাণ খোয়ালেন এক ব্যক্তি। বন দফতর কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কলমঞ্জ প্রামের কাছে এক জঙ্গলে বাঘের হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু এবং দু’জন আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির নামসময় লাল। বয়স ৬২। আহত দুই ব্যক্তি কোলাস সিং (৬৫) এবং রায় সিং (৬০)। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলেন তাঁরা। বাঘের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে কোনও মতে পালিয়ে বেঁচেছেন দু’জনা। তড়িঘড়ি তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। জঙ্গলে বাঘের হামলার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এলাকা বাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আগামী দিনে বাঘের হামলা আরও বাড়তে পারে এমনটাই ভাবা হচ্ছে বলে জানানো পারা গিয়েছে। এবং ব্যবস্থা না নিলে এভাবেই গ্রামবাসীরা বেঁচেয়ার প্রাণ হারাবেন বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গরুপাচার মামলায় নিজাম প্যালেসে রবিন টি্রেওয়াল

কলকাতা, ২৭ মার্চ : গরুপাচার মামলায় নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন চালকল মালিক রবিন টি্রেওয়ালা। সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ হাজিরা নেন রবিন টি্রেওয়ালা। প্রথমবার নিজাম প্যালেসে তলব করা হল হয়েছে তাঁকে সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ হাজিরা দেন রবিন টি্রেওয়ালা। সিবিআই সূত্রে খবর, তাঁর তিন থেকে চারটি চালকল রয়েছে। এনামুল হকের চালকল কোম্পানি ‘হকইন্ডাস্ট্রিস্’র সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি। রবিনের চালকল সংস্থাতেই গরুপাচারের এই টাকা ঢুকেছে বলে অনুমান গোয়েন্দাদের। প্রসঙ্গত, গরুপাচার মামলার তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সেই সূত্র ধরেই একের পর এক তলব করা হয়েছে বিভিন্ন রথীমহারখীরা। বর্তমানে তিহাড়ে রয়েছে অনুব্রত মণ্ডল, সায়গল হোসেন, এনামুল হক, মণীশ

চোপড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ট্রাক্টর, মৃত চালক

চোপড়া, ২৭ মার্চ : চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ট্রাক্টর। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ট্রাক্টর চালকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। মৃত চালকের নাম জরিফুল ইসলাম (৬০)। বাড়ি ওই এলাকার গোয়াবাড়ি গ্রামে। স্থানীয় তদন্তে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পাশপ থেকে তেল নিয়ে ফেরার পথে গোমা মোড় এলাকায় ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই চালকের মৃত্যু হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘুমন্ত স্ত্রীর গলায় ছুরির কোপ স্বামীর, রেহাই পেল না ১৮ মাসের সন্তানও

নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ : শিলিগুড়ির লুকসান চা বাগানে ঘর থেকে উদ্ধার হল মা ও শিশু কন্যার রক্তাক্ত মৃতদেহ। গুরুতর জখম অবস্থায় গৃহকর্তাও বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার সকালে বাগানের ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লার একটি বাড়ি থেকেই মা ও নাবালিকা মেয়ের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার নাম শাশী ওরাও (২৭) ও কয়ের নাম মমতা ওরাও (১৮ মাস)। জখম গৃহকর্তার নাম লালসিং ওরাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জখম লালসিং লুকসান চা বাগানের শ্রমিকা রবিবার সন্ধ্যায়ও তাঁকে এলাকায় আয়োজিত সারগা পূজোস্থলে দেখা গিয়েছিল। এদিন সকালে ওই বাড়ি থেকে তার স্ত্রী ও শিশু কন্যার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি তাঁকেও জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনায় রহস্য ভরাও। ওই বাড়ি থেকে একটি কুড়ুলও উদ্ধার হয়েছে। নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, ‘তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। জখম ব্যক্তি চিকিৎসাধীন।’

বনপাস স্টেশনে সম্প্রতি একটি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ

পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগে অবস্থিত বনপাস স্টেশনে সম্প্রতি একটি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ করেছে কম দৈর্ঘ্যের কারণে প্ল্যাটফর্মের বর্তমান দৈর্ঘ্য বেশি সংখ্যক কোচ সহ যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে মিচিমাট করতে পারে না। যাত্রী ও রেল ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে এবং বৃহত্তর রেক ক্ষমতার মেলএক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের ব্যবস্থা করার জন্য, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়েছিল। প্ল্যাটফর্ম নং.০১ বর্তমানে ৫০০.৬৪ মিটার দীর্ঘ, যখন প্ল্যাটফর্ম নং.০২ ৪১৬.০০ মিটার দীর্ঘ হয়েছে। অবশেষে এই স্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেন থামার জন্য এটি যথেষ্ট বড় হয়ে ওঠে। এই সম্প্রসারণ সম্পন্ন হলে যাত্রী সুবিধার পাশাপাশি নিরাপত্তাও বাড়বে।



২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে স্ক্র্যাপ বিক্রয়ে মেট্রো রেল রেকর্ড করেছে

২৭ মার্চ : ২০২৩ আর্থিক বছরে উল্লেখযোগ্য স্ক্র্যাপ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। এই বিক্রয়ের মাধ্যমে, মেট্রো রেলওয়ে ২০২২-২৩ সালে টাকা আয় করেছে। মেট্রো ২০২১-২২ সালে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে ৮.৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি গত অর্থবছরের তুলনায় ২১.৯৬ বেশি। এই প্রক্রিয়ায়, মেট্রো রেলওয়ে সমস্ত পুরানো এবং অপ্রচলিত জিনিসপত্র, বিভিন্ন নির্মিত ট্রান্সফরমার এবং বৈদ্যুতিক প্যানেল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্ক্র্যাপ আইটেম এবং অন্যান্য অনেক নন-লৌহঘটিত স্ক্র্যাপ আইটেমগুলির নিষ্পত্তি সম্পন্ন করেছে। মেট্রো রেলওয়ে প্রশাসন স্ক্র্যাপ সামগ্রী নিষ্পত্তি করতে এবং ই-নিলায়ের মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা করে যার ফলে পুরো প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা, সুস্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকে। কলস্করণ, এটি রেলওয়ে বোর্ডের নির্ধারিত লক্ষ্য অতিক্রম করতে একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল দিয়েছে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির গতিশীল এবং সক্ষম নেতৃত্বে দ্রুততম পদ্ধতিতে স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি করার জন্য মেট্রো রেলওয়ের এটি একটি প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতা। এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য জেনারেল ম্যানেজার ‘টিম মেট্রো’কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমাদের প্রচেষ্টা এখনোই থেমে থাকবে না বরং এটি আরও দৃঢ় সংকল্প এবং উৎসাহের সাথে অব্যাহত থাকবে এবং একটি স্ক্র্যাপ মুক্ত অঞ্চল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

সুপার ক্রিটিকাল কাজের সফলভাবে সম্পাদনের জন্য শিয়ালদহ বিভাগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জিএমইআর

২৭ মার্চ : শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদহ-নেহাটি সেকশনের প্রতিদিনের যাত্রীদের কষ্ট অনুভব করেন এবং



ইছাপুর এবং কাকিনারা স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ৫৬টি-এর রেজিয়ারিং কাজটি যুক্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য DRM শিয়ালদহকে পরামর্শ নেন। রেল ব্যবহারকারীদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে, দমদম-নেহাটি সেকশনের ইছাপুর স্টেশনের কাছে ব্রিজ নং ৫৬টি-এর রেজিয়ারিং করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই সময়োচাে, ২৫.০৩.২০২৩ তারিখ ২২,০০ ঘট্টা থেকে ২৬.০৩.২০২৩ (শনিবার রবিবার) ২১,০০ ঘট্টা পর্যন্ত আপ এবং ডাউন মৌঁন লাইনে ২৬ট ঘট্টা যানবাহন এবং পাওয়ার ব্লকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শ্রী দীপক নিগম, ডিভারএম শিয়ালদহ এবং তাঁর দল সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায় এবং সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায় ২ নং ১৪০টি ক্রেন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, জনবল এবং দক্ষতা ব্যবহার করে, ২৩ট ঘট্টার পরিবর্তে মাত্র ২২ ঘট্টার মধ্যে এই কঠিন কাজটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে ডিভারএম শিয়ালদহ এবং তার দলকে তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আইইডি বিস্ফোরণে সিএএফ জওয়ানের মৃত্যু, পুঁতে রেখেছিল মাওবাদীরা

রায়পুর, ২৭ মার্চ : ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ছত্তিশগড় আর্মড ফোর্স (সিএএফ)-এর একজন জওয়ান। সোমবার সকালে মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি সেই সময় ঘটেছে, যখন সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ মিত্রতার থানার অন্তর্গত, এট্টেগাল এবং টাইমনার প্রামের মাঝে রাস্তা নির্মাণ কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভিযানে বেরিয়েছিল একটি টিম। ওই এলাকা জওয়ানদের সময় আক্রমণই জোরালো শব্দে আইইডি বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণে সিএএফ এর ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহকারী প্রাট্রুন কমান্ডার বিজয় যাদব গুরুতর জখম হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার বাসিন্দা ওই জওয়ানের মৃতদেহ ভৈরমাগড়ে আনা হয়েছে।

হাফডজন গোলের থ্রিলার! রোনাল্ডোর ২, দুরন্ত জয় পর্তুগালের

লুজ্জেমবার্গ, ২৭ মার্চঃ লুজ্জেমবার্গের জাতীয় স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে ৬-০ গোলে জিতেছে রবের্তো মার্তিনেসের দল। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচটিতে পর্তুগালের অন্য চার গোলদাতা জোয়াও ফেলিক্স, বের্নার্দো সিলভা, ওতাভিও ও রাফায়েল লেয়াও। ২০১৬ সালের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের সামনে ন্যূনতম প্রতিরোধও গড়তে পারেনি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯২তম স্থানে থাকা দলটি। ম্যাচের নবম মিনিটে গোলের উদ্দেশ্যে প্রথম শর্টেই এগিয়ে যায় র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর পর্তুগাল। ডান দিক থেকে ব্রুনো ফের্নান্দেসের বাড়ানো ক্রসে নুনো মেদেন্স হেডে খুঁজে নেন ছয় গজ বক্সে রোনাল্ডোকো। বুটের আলতো এক টোকাই বাকি কাজ সারেনে অধিনায়ক। ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেলিক্স। সিলভার দারুণ ক্রস দুপুরে পোস্টে ফাঁকায় পেয়ে লাফিয়ে নেওয়া হেডে গোলটি করেন অতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে বর্তমানে ধারে চেলসিতে খেলা এই ফরোয়ার্ড। অষ্টাদশ মিনিটে ফ্লোরালহিনে নিজের নাম তোলেন সিলভা। জোয়াও পালিনিয়ার ক্রসে কোনোকুনি হেডে টিকানা। খুঁজে নেন ম্যানচেস্টার সিটি মিডফিল্ডার। ৯ মিনিটের মধ্যে তিন গোল হজম করে দিকহারা দলটি আর ঘুরে দাঁড়ানোর পথ পায়নি। ঘড়ির কাটা ৩১ মিনিট ছুঁতে আবারও আয়োজকদের জালে বলা। ফের্নান্দেসের ৬ বলের নিম্নত্বগ্ন নিতে প্রথমে



দারুণ এক ডজে ছুটে আসা প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দেনে রোনাল্ডো, এরপর বক্সের মধ্যে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড

গোলদাতার মোট গোল হলো ১২২টি, ১৯৮ ম্যাচে। পেশাদার ফুটবলে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলে তার গোল হলো ৮৬২টি। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে লক্ষ্যে

প্রথম শট নেয় লুজ্জেমবার্গ। ভিনসেন্টের জোরাল নিচু শট বাঁপিয়ে ঠেকান পর্তুগিজ গোলরক্ষক রুই পাত্রিসিও। ৫৭তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢোকার মুখে ডহিত দিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন রোনাল্ডো। এর পরপরই তাকে তুলে নেন কোচ। একই সঙ্গে সিলভাকেও। প্রথম ৪৫ মিনিটে একচেটিয়া আধিপত্য করা পর্তুগালের এই অর্ধের ফুটবলে গতির ঘাটতি ছিল স্পষ্ট। রোনাল্ডোর উঠে যাওয়ায় পরে তা আরও কমে। ৭৫তম মিনিটে ফের্নান্দেস ও ফেলিক্সকেও তুলে নেন কোচ। এরপরই পঞ্চম গোলের দেখা পায় তারা। লেয়াওয়ের ক্রসে হেডে গোলটি করেন দুই মিনিট আগে ফেলিক্সের বদলি নামা পোর্তোর মিডফিল্ডার ওতাভিও। ৮৩তম মিনিটে রুবেন নেভেসের জোরাল ফ্রি কিক ক্রসবার কপিয়ে ফেরে। দুই মিনিট পর লেয়াওয়ের স্পট কিক ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি গোলরক্ষক। ডি-বক্সে এসি মিলানের এই ফরোয়ার্ড ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল পর্তুগাল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লেয়াওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি লুজ্জেবার্গ। ৮৮তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে দুজনের বাধা এড়িয়ে কোনোকুনি শটে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ডানা মেলে দেন ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে পর্তুগাল। সপ্তম ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে স্লোভাকিয়া। দুই ম্যাচে লুজ্জেমবার্গের পয়েন্ট ১।

কেকেআর অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে শার্দুল-নারিন জানা যাবে শীঘ্রই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ পিঠের গুরুতর চোটের কারণে আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়সের পিঠের চোট এতটাই গুরুত্ব যে, তাকে সম্ভবত অস্ত্রোপচার করাতে হবে। তবে তাঁর বদলে কে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক? শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা। তবে জানা গিয়েছে, কলকাতা খুব শীঘ্রই ২০২৩ আইপিএলের জন্য তাদের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করতে চলেছে। একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ভারতের পেস বোলিং অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুর, অথবা অভিজ্ঞ ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সুনীল নারিন এগিয়ে রয়েছেন। সুনীল ২০১২ সাল থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এবং এই ক্র্যাঞ্চাইজির জন্য দুর্দান্ত পারফরমার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি সূত্র ওই সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, “এক বা দুই দিনের মধ্যে একজন বিদেশি পপ তারকাকে নিয়ে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়ে কেকেআর-এর অন্যতম কর্ণধার বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান তাদের নতুন অধিনায়কের ঘোষণা করবেন।” নতুন কেকেআর অধিনায়ককে ৩০ মার্চ আমদাবাদে আইপিএল অধিনায়কদের সভায় যোগ দিতে হবে। কেকেআর তাদের প্রথম ম্যাচটি ১ এপ্রিল মোহালিতে



পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলবে। সূত্র অনুসারে, শার্দুল ঠাকুর, যাকে ২০২৩ আইপিএলের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে নেওয়া হয়েছে। দিল্লি গত বার শার্দুলকে ১০.৭৫ কোটি দিয়ে কিনেছিল। দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে শার্দুলকে এই বছর নিলামের আগেই দলে নেয় নাইট রাইডার্স। মনে করা হচ্ছে,

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আইএলটি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী মরশুমে আবুধাবি নাইট রাইডার্স ছয় দলের টুর্নামেন্টে ১০টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয়লাভ করেছিল। আটটি ম্যাচেই তারা হেরেছিল। এবং লিগ টেবলের একেবারে নিচে লাস্টবয় হয়ে শেষ করেছিল।

ক্যাপ্টেন হার্দিক পাণ্ডিয়াতে অন্তহীন প্রত্যাশা গুজরাটের, পূরণ হবে?

আমেদাবাদ, ২৭ মার্চঃ সেরা হওয়া একটি পথ পেরোনার পর হয়তো সহজ। কিন্তু সেরার জায়গা ধরে রাখা খুবই কঠিন। আর নিজদের শ্রেষ্ঠত্বের পুনরাবৃত্তি না হলে অতীত সাফল্যকে অনেক সময় ‘ফ্লক’ বলেও চালিয়ে দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গুজরাট টাইটান্সের সাফল্যকে ঠিক কীভাবে বর্ণনা করা হবে? ফ্লক নাকি দক্ষতা? তার জন্য বোধ হয় এ বারের মরসুম খুবই জরুরি। গত আইপিএলে নতুন দুটি দলের প্রবেশ হয় আইপিএল। এর মধ্যে একটি গুজরাট টাইটান্স। আবির্ভাবের চমকে দিয়েছিল তারা। অভিযোজক ইচ্ছাশ্রম। তাও আবার হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে। তাঁরও বড় মধ্যে নেতৃত্বের অভিষেক হয়েছিল। এ বার যেমন হার্দিক পাণ্ডিয়ার উপর প্রত্যাশা বাড়বে, তেমনই দায়িত্বও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে গুজরাট টাইটান্স আর নতুন নয়। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা। হার্দিক পাণ্ডিয়াও আর নবীন ক্যাপ্টেন নন। মাঝের এই সময়ে অনেক কিছু বদল হয়েছে। জাতীয় দলে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বেশ কিছু ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাকেই ভারতীয় দলের নেতৃত্বে দেখার সম্ভাবনা ৯৯.৯৯ শতাংশ। সদ্য অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছে ওডিআই ফরম্যাটেও। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক



লিগ। আরও একটি ভালো মরসুম মানেই অলরাউন্ডার হিসেবেই নয়, ক্যাপ্টেন হিসেবেও জাতীয় দলে জায়গা মজবুত করবেন হার্দিক। গত এক বছরে হার্দিকের যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তেমনই গুজরাট টাইটান্সের তরুণ ওপেনার শুভমন গিলেরও। টেস্ট, টি-টোয়েন্টি, ওডিআই-এ বছর তিন ফরম্যাটেই শতরান

করেছেন শুভমন। আইপিএলে নামবেন আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করেই। তবে একটা দলের সাফল্য শুধুমাত্র এক-দুজন ক্রিকেটারের উপর নির্ভর করে না। গুজরাট টাইটান্সের অন্যতম ইতিবাচক দিক তাদের কোচিং স্টাফ। মেন্টর ভারতের প্রাক্তন পেসার আশিস নেহরা। যাকে খেলোয়াড় জীবনে একজন দক্ষ পেসার হিসেবেই দেখা হয়েছে। তাঁর মধ্যে যে দল পরিচালনার দক্ষতাও রয়েছে, আইপিএলের সৌজন্যে তা বারবার ধরা পড়েছে। ক্রিকেটারদের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া গুজরাটের ভালো পারফরম্যান্সের অন্যতম কারণ। যারা খেলার সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁদের পাশাপাশি যারা রিজার্ভবক্ষে কাটাচ্ছেন, একই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সকলকেই। গুজরাট টাইটান্সের ইউএসপি এই টিম বন্ডিংটাই। গুজরাটের উদ্দেশ্য সফল ক্রিকেটারদের নেওয়া নয়, বরং এমন ক্রিকেটারদের উপর ভরসা রাখা, যারা সুযোগ এবং ভরসা পেলে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। কেন উইলিয়ামসনকে নেওয়া তার অন্যতম উদাহরণ। মিডল অর্ডারকে মজবুত করতে পারে কেনের অন্তর্ভুক্তি। সঙ্গে হার্দিক পাণ্ডিয়া থাকছেন। সব মিলিয়ে, প্রায় সেট টিম ধরে রাখা, শৃঙ্খলায়, এ বারও অন্যতম ফেভারিট গুজরাট টাইটান্স। বুঝিয়ে দেওয়ার পালা, গত বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোনও ফ্লক ছিল না।

লখনউ, ২৭ মার্চঃ নতুন একটা মরসুম। লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে এই মরসুম অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের। হয়তো বা স্বপ্নের মরসুমও। হতে পারে ভালো কিছু হবে, অন্তত গত বারের মতো ফল করতে পারলেও তাদের কাছে বিশাল প্রান্তির হবে। আইপিএল অভিষেক হয়েছে গত মরসুমেই। ১০ দলের প্রতিযোগিতায় লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাট টাইটান্স, এই দুটি দল নতুন যোগ দিয়েছিল। অভিযোজক ইচ্ছাশ্রম। এলিমিনেটরে রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোরের কাছে হেরে তিন নম্বরে শেষ করে। গ্রুপ পর্বে ৯টি জয় এবং পাঁচ ম্যাচ হার। অভিষেকের নিরিখে খুব খারাপ নয়। সবাইকে কি শুরু থেকে পাওয়া যাবে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর-না। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা রাা জাতীয় দলে রয়েছেন, তাঁদের শুরুর দিকে পাওয়া যাবে না।

লখনউ শিবিরে শুরুতে সমস্যা হবে কুইন্টন ডি’ককে না পাওয়া। ৬ এপ্রিল স্কোয়াডে যোগ দেবেন কুইন্টন। লখনউ সুপার জায়ান্টস

অন্তত কুইন্টনকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গত মরসুমে লখনউ শিবিরের প্রান্তি ছিল, বাঁ হাতি পেসার মহসিন খান। স্কোয়াডে থাকলেও এ বার



ঘরের মাঠে ১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। তিন এপ্রিল ম্যাচ রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। সুতরাং, প্রথম দু-ম্যাচে

বেশির ভাগ সময়ই পাওয়া যাবে না তাঁকে। অস্ত্রোপচার হয়েছিল মহসিনের। এখনও বোলিং শুরু করেননি এই বাঁ হাতি স্পিনার। এই মরসুমে নতুন কী দেখা যাবে

লখনউ সুপার জায়ান্টস? এ বার মিনি অকলনে নিকোলাস পুরানকে ১৬ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কে নিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ফিনিশারের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে নিকোলাসকে। উইকেট কিপিং হোক কিংবা ব্যাটিং-বোলিং, সব দিক থেকেই লখনউকে ভরসা দিতে পারেন নিকোলাস। ভুললে চলবে না, মহসিনকে পাওয়া না গেলেও অভিজ্ঞ বাঁ হাতি পেসার জয়দেব উনাদকট রয়েছেন লখনউ শিবিরে।
এ বারের স্কোয়াড- লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক), আবেশ খান, আয়ুষ বাদেনি, কুইন্টন ডি’কক, কৃষ্ণাঙ্গা গৌতম, দীপক হুডা, প্রেরক মানকড়, কইল ম্যেয়ার্স, অমিত মিশ্র, মহসিন খান, নবীন উল হক, ত্রুনা পাণ্ডিয়া, নিকোলাস পুরান, রবি বিষ্ণেই, ড্যানিয়েল স্যামস, করণ শর্মা, রোমারিও শেপার্ড, মার্কাস স্টইনিস, স্বপ্নিল সিং, জয়দেব উনাদকট, মনন ভোরা, মার্ক উড, মায়াঙ্ক যাদব, যশ ঠাকুর, যুধবী সিং।

ইন্দোরের পিচ নিয়ে সিবিবিআই-এর চ্যালেঞ্জের পর সিদ্ধান্ত বদল আইসিসি’র

দুবাই, ২৭ মার্চঃ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোরে। আর সেই টেস্টে আড়াই দিনেরও কম সময়ে শেষ হয়ে যায়। প্রথম দুই টেস্টে জেতার পর সেই ম্যাচ হারতে হয় ভারতকে। আর সেই ম্যাচ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজিরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেয়। সেই ইন্দোর ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই বল এত ঘুরতে থাকে যে ভারতীয় ব্যাটাররা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারেননি অজি বোলারদের সামনে। একই অবস্থা হয় স্টিভ স্মিথদেরও। কিন্তু সেই ম্যাচ জিতে নেয় অজিরা। আর এই ম্যাচের পরই ইন্দোরের পিচ নিয়ে উঠে যায় একাধিক প্রশ্ন।

প্রাক্তন ক্রিকেটাররা এই পিচ নিয়ে সমালোচনা করতে থাকেন। ঠিক তারপরই ম্যাচ শেষে ম্যাচ রেফারি আইসিসিকে পিচ রিপোর্ট জমা দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আইসিসি ইন্দোরের পিচকে নিম্নমানের ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে তিন ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়। আইসিসির নির্দেশের বিরোধিতা করে পাষ্টা চ্যালেঞ্জ করে বিসিসিআই। এই চ্যালেঞ্জের পর নিজদের সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয় আইসিসি। ইন্দোর টেস্টের ফুটেজ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খান এবং আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির সদস্য রজার

হার্পার। তারা ভালো করে সেই পিচের ফুটেজ দেখার পর জানান, এই পিচে খুব একটা বেশি অস্বাভাবিক বাউন্স ছিল না। যা ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে বলা হয়নি। তবে আইসিসির প্যানেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্দোরের পিচ মাঝারি মানের ছিল। ফলে যে তিন ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল। তার বদলে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বিসিসিআই চ্যালেঞ্জের পর আইসিসির এই সিদ্ধান্ত বদল কিছুটা হলোও চাপমুক্ত করল মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থাকে। অন্যদিকে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনই মোট ১৪টি উইকেট পতন ঘটে। আড়াই দিনে

মোট ৩১টি উইকেটের পতন ঘটে দুই দল মিলিয়ে। যার মধ্যে ২৬টি উইকেট নেন স্পিনাররা। প্রথম দিন থেকেই বল এতটাই ঘুরতে থাকে যে, ব্যাটাররা ল্যাঞ্জে গোপরে হয়ে যান। এমনকী অনেকেই ইন্দোরের প্রথম দিনের পিচের চরিত্র দেখে তৃতীয়, চতুর্থ দিনের পিচের সঙ্গে তুলনা করেন। এতটাই বল টার্ন করে প্রথম দিন। অবশ্য সেই ম্যাচ অজিরা জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জায়গা করে নিলেও ভারতের অপেক্ষা করতে হয় আমদাবাদ ম্যাচ চ্যাম্প। অবশ্য নিউজিল্যান্ড দল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে দেয়।

ওডিআইতে ৪৩৮, টি-২০তে ২৫৯! রান তাড়ায় রাজা দক্ষিণ আফ্রিকা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন
আন্তর্জাতিক টি-২০তে রেকর্ড রান তাতা করে জয়ের নজির গড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ২৫৯ রান তাতা করে ম্যাচ জয়ের আশ্বাস্য নজির গড়েছে দলটি। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দল হিসেবে এই রেকর্ডের অধিকারী ছিল অস্ট্রেলিয়া। রবিবার রাতে সেই তাজ ছিনিয়ে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়ার সুপারস্পোর্ট পার্ক এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-২০তে সবচেয়ে বড় রান চেজের সাক্ষী থেকেছে। দুই দলের ইনিংস মিলিয়ে ৫১৭ রান। এই প্রথম কুড়ি বিশে দুই দল মিলিয়ে পাঁচশোর বেশি রান উঠেছে। এমন উপত্যোগ্য ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রোটাসদের কুর্নিশ জানাচ্ছেন নেটিজেনরা। কুইন্টন ডি ককরা পেয়ে গিয়েছে ‘রান তাতার রাজা’ তকমা। কারণ প্রোটাসদের বড় রান তাতা করে জয়ের কীর্তি আজকের নয়। ওডিআই, টেস্ট ফরম্যাটেও ক্রিকেট সমর্থকদের অবাক করে দিয়েছে দলটি। এর আগে কোনও আন্তর্জাতিক

টি-২০তে এর দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫০০-র বেশি রান ওঠেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে এই ম্যাচে করেছে ৫১৭ রান, তাও ম্যাচে বাকি ছিল সাত বলা। শুধু তাই নয়। একটি টি-২০ ম্যাচে ৩৫টি ছক্কার রেকর্ডও



গড়া হয়েছে। কুইন্টন ডি কক ও রিজা হেনরিকস মিলে ছয় ওভারের পাওয়ার প্লুতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এনে দেন ১০২ রান। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজেরা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৯৮ রান। এদিকে সম্ভবত হেরে যাওয়া

দলের হয়ে সবচেয়ে দুর্দান্ত ইনিংসটি খেললেন জনসন চার্লস। ৪৬ বলে ১১৮। তার মধ্যে সেঞ্চুরি এসেছে ৩৯ বলে। ভেঙে দিয়েছেন ক্রিস গেইলের ৪৭ বলে সেঞ্চুরির ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার অতিমানবীয় ২৫৯ রানের



ইনিংস মনে করিয়ে দিয়েছে ওডিআইতে ৪৩৮ রান তাতা করে জয়ের কীর্তিকে। ২০০৬ সালের ১২ মার্চের ঘটনা। জোহানেন্সবার্গে সেটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম ওডিআই ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার স্কোরবোর্ডে

৪৩৪ রান দেখে সাজঘরে ফেরেন জ্যাক কালিসরা। পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ ২-২ ব্যবধানে। ঘরের মাঠে সিরিজ জিততে হলে শেষ ম্যাচ জিততেই হবে প্রোটাসদের। এত চাপের মধ্যে পাহাড় প্রমাণ রান। ১০ ওভার কোটায় এনাটনি, অ্যান্ড্রু হল এবং রজার তেলমাচুস ৮০ বা তার বেশি রান দেন। জো’বার্গের ব্যাটারদের সর্গে ১০৫ বলে ১৬৪ রানের ইনিংস খেলেন রিকি পন্টিং। অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ৪৪ বলে ৫৫ রান ও সাইমন কাটিসের ৯০ বলে ৭৯ রানের ইনিংস। সবমিলিয়ে ৪৩৪ রানের ম্যামথ স্কোর ওঠে। পাহাড় প্রমাণ রান তোলার চাপ নিয়ে মাঠে মাঠে নামেন গ্রেইম স্মিথ, বোয়েটা ডিপেনাররা। দ্বিতীয় ওভারেই আউট বোয়েটা। এরপর শুরু হয় হার্শেল গিবস ও স্মিথের আশ্বাস্য রান তড়ার লড়াই। এ বলে আন্ড্রু দ্যাথ, ও বলে আন্ড্রু। ১১১ বলে ১৭৫ রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন গিবস। অধিনায়ক গ্রেইম স্মিথের অবদান ৫৫ বলে ৯০ রান। অর্ধশতমান করেন মার্ক বাউচার। সেদিন ৯ উইকেট হারিয়ে ১ বল বাকি থাকতেই দক্ষিণ আফ্রিকা দেখে তাঁদের খাতায় উঠে গিয়েছে ৪৩৮ রান!